কৌতুক-চিত্রাবলী—নং ২।

সহর-চিত্র।

শ্রীডনবালা।

T. D. MOOKERJEE.

কৌতুক-চিত্রাবলী—নং ২।

সহর-চিত্র।

বীডনবালা।
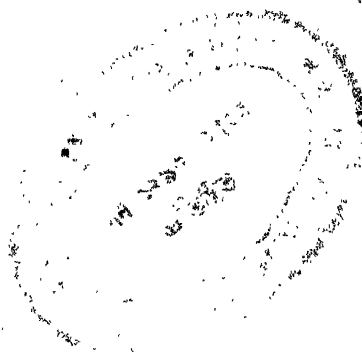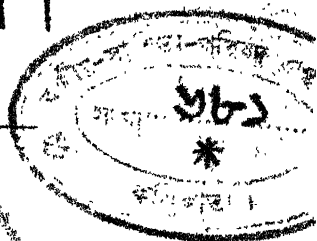
T. D. MOOKERJEE.

কৌতুক চিত্রাবলী—নং ১

সহর-চিত্র।

বীড়নবালা।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা,

৮ নং কাঁটাপুকুর লেন হইতে

লেখক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩০৮।

মূল্য ছয় আনা।

সহর-চিত্র।

প্রথম স্তবক।

শীত সুন্দরী।

আমি শৌর্য্যে সিংহিনী; সৌন্দর্য্যে ইন্দ্রাণী; আমি বিলাস-বৈভবে বহুরূপিণী। আমি শীত। আমি নেমেছি।

আমি ইংরেজ-শাসনে ঋতু-রাজ্যের পাটরাণী। রাজ দরবার ও শৈত্য-সোহাগে, বিলাস-সম্ভার বুকে করে' আমি নেমেছি।

আমি শিমলা-শৈল-নিবাসে, স্বর্গ-বিলাসে ছিলুম। শরকুট করিতে, সখ্ করে' নিয়ে—নেটিব-লোকে নেমেছি।

আমি, এই সহরে, মাস দুই-তিন, শফর-প্রবাস করিব। পৌষ—মাঘ—ফাল্গুন। চৈত্র পড়িতে-না-পড়িতে, আমার চতুর্দ্দোল, পুনঃ বিমানে, উঠ্‌বে। চৌরঙ্গী ত্যজিয়া, আমার চতুঃরঙ্গ-বল, তখন চন্দ্র-লোকে চম্পট দিবে। সুবিস্তীর্ণ ভারত সাম্রাজ্যের শাসন-পালনার্থে, আমার এই প্রবাস-কালের পবিত্র পদ-চিহ্নই প্রচুর।

আমি, আট মাস অন্তরীক্ষে, আরাম করি। মুহূর্ত্তের তরে,

মাটীতে পা দিই না। নিদাঘের উষ্ণ নিশ্বাস আমার অতীব অপ্রিয়। আমি নৈদাঘ তাপকে, প্রায় নেটিব-সন্নিভ, সমগ্র প্রাণের সহিত, ঘৃণা করি। আমি নিদাঘে নামি না।

আমার শৈত্য-সম্পদে বঞ্চিত হয়ে, সমতল ভূমি, শ্মশানবৎ সন্তপ্ত হয়। আমি আট মাস এ রাজ্যে নামি না। এ রাজ্যের নিয়ন্তাদিগকে ও নামাই না। আমরা একত্রে, হিমালয়ের উচ্চচূড়ে, ইথরের অনুপম পরমাণু-স্পর্শে পুলকিত হই; আর প্রমোদ প্রবাহে রাস-বিলাসের পান্সী ছুটাই। পৃথিবীতে পা বাড়াই না।

আমি ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্তাদিগকে নিষ্ঠুর নৈদাঘ তাপ হইতে, নবনীতবৎ রক্ষা করি। সোহাগ-শৈলের নীরদ-নীলিমা মধ্যে, আমি তাঁদের নধরকান্তি লুকায়ে রাখি। আতপ-তাপে এক বিন্দুও উছলিতে দিই না। আমার মহিমায়, তাঁদের চিত্ত-মন মোলায়েম হয়। আমি তাঁদের মহা মস্তিষ্কে, মারুত-হিল্লোলের শৈত্য সঞ্চারিয়া, তাহার মার্ত্তণ্ড তেজ তরলিত করি। নহিলে কি নিস্তার থাকিত! নেটিব কোলাহল ও রবির কিরণ, এ উভয়েরই উপর, আমি ক্ষণ আবরণ ঝেঁপে তাহাদিগকে নিশ্চিন্ত রাখি। নতুবা এই পুরাতন ভারত ভূমির ভরসা বড় বেশী ছিল না।

ভারত-ভাগ্যের যাঁরা নিয়ামক, আমি তাঁদের নিয়ন্ত্রী। আমার ইঙ্গিতে তাঁরা উঠেন নামেন। আমি তাঁহাদিগকে চালাই; তাঁদের শাসন যন্ত্রটীও তাপ-মান-যন্ত্রের প্রত্যেক আকুঞ্চন প্রসারণে উঠাই নামাই। আমি এই হিন্দুস্থানের হনন-পালন-শাসন-কারিণী।

ভারত সাম্রাজ্যের শাসন-চক্র, আমি আট মাস, আসমানে ঘুরিয়ে, আবার তার নিয়ে নামাইয়েছি। ভারতীয় প্রজার প্রারব্ধ-লিপি আমার এই পেট কোটের পকেটে।

আমি নেমেছি। দেখ, এই সহরে, সুর-লোক নামাইয়েছি। বর্ষা-বিড়ম্বিত, গ্রীষ্ম-শুষ্ক শ্মশানকে, আমি মুহূর্ত্ত মধ্যে, আমার মোহন স্পর্শে,—আ! আমার ঐন্দ্রজালিক চুম্বনে, পরম রমণীয় প্রমোদ-উদ্যানে পরিণত করেছি। আমার ইঙ্গিত মাত্রে, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, বিদ্যাধর, অপ্সরা, স্ব স্ব সঙ্গিনী স্বজন সহ, এখানে এসে সমবেত হয়েছেন। আমি, অঙ্গুলী-হেলনে, ত্রিশ কোট মানুষের অধীশ্বর, রাজরাজেশ্বর, বৃটিশ রাজ-প্রতিনিধি, প্রবল প্রতাপান্বিত, ভারতীয় ভাইসরয়কে, ভারত রাজধানীর ক্ষুণ্ণ, ম্লান, শূন্য সিংহাসনে, পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছি। আমারই আদেশে, তিনি আজ নিদাঘ-ত্যক্ত রাজতক্তে সমারূঢ়; আমারই অনুরোধে শূন্য সিংহাসন, সুরাসুর-বাঞ্ছিত শুভ্র অঙ্গ-সংস্পর্শে সুশোভিত করেছেন।

আমি এসেই, গ্রীষ্মে গতাসু গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে প্রাণ-সঞ্চার করেছি। আমার অনুপস্থিতিতে, ঐ অত্যুচ্চ অট্টালিকা—গৌরব-স্ফীত, অহঙ্কারোন্নত-গ্রীব গবর্ণমেণ্ট-হৌস সুবিস্তীর্ণ গোরস্থানে, পরিণত হয়েছিল। আমার আবির্ভাবে, পুনঃ উহা আত্মস্থ হয়েছে। আমারই প্রভাবে, উহার ঐ আকাশ-ভেদী, উচ্চতম-স্তম্ভে, আজ বৃটিশ সিংহের দিক্‌বিদিক্-বিজয়ী রক্ত পতাকা, সমগ্র সংসারের প্রতি সাহঙ্কার কটাক্ষ করিয়া, স্বকীয় সিংহ-দর্পে, হেলিয়া, দুলিয়া, উড়িতেছে। আমি আজ উহা উড়াইয়েছি। তোমরা কি কেহ জান, আমার শক্তির পরিমাণ কত?

যে বৃটিশ-সিংহ,স্বেচ্ছা করিলে, সসাগরা সমগ্র পৃথিবী,রসাতলে প্রেরণ করতে পারেন, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড; বার্ত্তকীবৎ—বরফ-ব্রাণ্ডির শরবৎবৎ, অবহেলে উদরস্থ করতে পারেন,—এই বিশাল ভারত ভূমি নিমেষ মধ্যে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে পারেন, তাঁহার—সেই বৃটিশ সিংহের স্বাস্থ্য এবং অস্বাস্থ্য আমারই হ্রাস বৃদ্ধির উপর নিত্য ও নৈমিত্তিক ভাবে, নির্ভর করে। তোমরা বুঝতে পেরেছ কি, আমি কে,—আর আমার শক্তি কত? আমি অপরিমেয় শক্তি-শালিনী; বৃটিশ সিংহের বক্ষে, শোণিতে, শিরায়শিরায় বিশ্ব-বিধ্বংসক বল-সঞ্চারিণী; আমি শীত।

সম্মুখে দেখ ঐ আমার শক্তির সদ্য প্রভাব—আমার সামর্থ্যের সাক্ষাৎ দেদীপ্যমান অভিনয়—সদ্য-প্রসূত প্রদর্শনী! গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদের পরাক্রম-পতাকা, ব্যবস্থাপক বৈঠকের বিরাট ব্যাপার; আর—আর ঐ—ঐ এস্প্লানেড্ প্যারেড গ্রাউণ্ড্! প্রাসাদ-কেতনে, কৌন্সিল নিকেতনে তথা এস্প্লানেড ময়দানে আমার শৌর্য্য-রাশি সমুদিত, সমালোচিত, মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডবৎ প্রতিভাত হোচ্ছে; তাহা ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হোচ্ছে। শুন ঐ—বিশাল ফোর্ট উইলিয়ম কেল্লায়—"গুম-গুম-গুড়ুম!" শুন ঐ—গর্ভিণীর গর্ভ-নিঘাতক, এসিয়া খণ্ডের আতঙ্ক-বিধায়ক, আকাশ-পাতাল বিদারক আওয়াজ!

আমি আমার দুর্দ্ধর্ষ দুর্গাভ্যন্তরে, দশহস্তে, দশ নয় দশসহস্র প্রহরণ ধারণ করে' রয়েছি। আমি দুর্গা অপেক্ষা দুরন্ত বলশালিনী। সিংহ-বাহিনী অপেক্ষা আমি কম কিসে? আমি শীত, সিংহ-বাহিনীর কম নহি; আমি সিংহ-চালিনী, সিংহ-বাহিনীর "সুপিরিয়র।" শরৎ আর বসন্তকে লয়েই তাঁর বড়াই।

আমি শরৎ ও বসন্ত সহ আরও তিনটাকে একগ্রাসে উদরস্থ করে' সটান শিমলা-শৈলে শুয়ে থাকি। দুর্গার বাস কৈলাসে, তা হউক। আমার শিমলা, কৈলাস অপেক্ষা-কম কিসে? ওলো কিসে লো কম? আমার "জন-বুল" আর তাহার পার্শ্বে পশ্চাতে অম্লাত শ্মশ্রু বাছা "জেনি" -কাফ, কৈলাস পর্ব্বত সহ এশিয়ার ম্যাপখানা উপড়ে এনে আমার শ্রীপাদ-পদ্মে অর্পণ করেছে।

আমার বর পুত্রদের ওয়ার্কসপে, সিংহবাহিনীর বিশ্বকর্ম্মা এসে, বহু শত বৎসর পাঠ পড়িতে পারে। ইহাঁরা এখন সেই বৃদ্ধ শিল্পীর শিক্ষাগুরু। দুর্গার পুত্র স্বয়ং দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয় এসে, আমার মিলিটারী প্যারেডে,অ্যাপ্রেণ্টেসী করতে পারেন। আমার বরপুত্রেরা, শিল্পে ও সমরে, ক্ষিত্যপ্তেজো মরুৎ-বিজয়ী, তা'রা বাহুবলে ও বৈজ্ঞানিক কৌশলে, ব্যোমকেও বিজয় করেছে। আমি ব্যোমকেশ-বধূকে "চ্যালেঞ্জ" করছি।

আমার আগমনে, বিজয়াভিনয় দেখ আজ ঐ সম্মুখে,—দুর্গ তোরণ-প্রাঙ্গনে;—কুচ কাওয়াজ-কসরৎ, মিলিটারী ক্যাম্প! কৃত্রিম সমর সমালোচনেও, শ্বেতাঙ্গ বাহিনীর কি বৃহৎ ব্যাপার! আমার বলেণ্টিয়ার-ব্যুহে জেনি জাঁদরেল কুলেরই বা আজ কত কীর্ত্তি কুদরেত!

আমার ইংরেজের আঘাত অস্ত্র অসংখ্য। মনুষ্য-কুলকে মৃত্যু-লোকে প্রেরণার্থে এঁদের প্রহরণ অগণিত; উদ্যোগ আয়োজন অদ্বিতীয়! আমার অগ্নি অস্ত্রে ইন্দ্রলোক কম্পিত হয়; ইন্দ্রের বজ্র শত খানা হ'য়ে ফেটে যায়! আমার মার্টিন হেনরী আর ম্যাক্সিম গান মর্ত্ত্যলোক তোলপাড় করেছে!

আমার এঞ্জিন কামানের এক একটীবার কণ্ঠ-বাদানে বড় বড় বাহিনী তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুলোকে যেয়ে পৌঁছে থাকে। কিন্তু, কামান অপেক্ষা আমার ইংরেজের কলমের জোর কিছুতেই কম নয়। সেটী অতি প্রচণ্ড প্রহরণ। তাহার প্রত্যেক পরিক্রমনে, জম্বুদ্বীপ দলিত হয়, বিশ্ব সংসার বিচলিত হয়, অন্ধকার জ্যোৎস্ন পুলকিত হয়; শুষ্ক ক্ষেত্র শস্য শ্যামল হ'য়ে, দু'মিনিট মধ্যে দুরন্ত দুর্ভিক্ষ দমন করে!

আমার শৌর্য্য এই। আমি আমার সৌন্দর্য্যের কথা বোললে না। সুন্দরী আপন সৌন্দর্য্য আপনি দেখান না, লুকায়েও রাখেন না; লোকে তাহা দেখে। আমি আমার লাবণ্য-রাশি ত আর লুকায়ে রাখিনি; লোকের চক্ষু থাকে ত দেখুক। আমার অঙ্গে অঙ্গে দেখুক, অপাঙ্গে, ওষ্ঠে, নয়নে, বদনে, নিতম্বে দেখুক, আমার নিদি বন্ধে দেখুক, আমার কপোলে কণ্ঠে কুন্তলে দেখুক, আমার কঙ্কালে, কক্ষে, বাহুতে ও বক্ষে দেখুক; আমার সম্মুখে ও পশ্চাতে দেখুক! আমার এই সহরের শিরায় শিরায়, তোরা আমার সৌন্দর্য্য শোভা দেখ! আমার হাট, আমার হোটেল, আমার ঠাট, আমার নাট, আমার পথ আমার পার্ক, আমার যান আমার বাহন, আমার অসংখ্য বর্ণের আর অসংখ্য আকারের বিচিত্র বসন বিভাতি, অলঙ্কার জ্যোতি, আমার বিনোদ চিত্রশালা, আমার বিলাস মন্দির, আমার ক্রীড়া স্থল, আমার সাজ আসবাব, আমার বারেন্দা-বৈভব, সমস্তই আজ আমারই শীত-সৌন্দর্য্য প্রতিবিম্বিত কর্‌ছে। আমার চৌরঙ্গী চাঁদের হাট, আমার ওয়েলেস্‌লি অপ্সরোদ্যান, ফেয়ারলি ক্যাঙ্গী পুলকিত, আমার 'পার্কষ্ট্রিট পরী প্লাবিত; আমার হাজালোক

হিল্লোলিত হ্যারিসন প্রমোদ ভুবন ; আমার বিডেন ওলো ! এবার শ্রীবৃন্দাবন !

আমি নেমেছি। সহরে আমার সুখের ভরা ভাসায়েছি। আমার সৌন্দর্য্যের পসরা পাতায়েছি। আমার সখের বাজার বসায়েছি। ওলো আমার প্রমোদের পতাকা উড়িয়েছি !

পাড়া গাঁ পুড়ে গেছে। ধানের ক্ষেত শুকিয়ে গেছে। ছিয়াত্তরের সংহার ডেকেছে। তা আমি শুনেছিলুম ; দুই চক্ষে দেখে এলুম। দেখে, সত্য বোলছি, সর্ব্বাঙ্গ সিহরে উঠেছে ! কাঙ্গাল কাঙ্গালিনীরা, কৃষাণ কৃষাণীরা, কত সে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি তা'রা, কঙ্কালসার হয়ে গেছে। কতদিন, কত রাত্রি উপবাস করে কাটিয়ে,—পাতা লতা খেয়ে কাটিয়ে, কঙ্কাল-দেহের দুর্ব্বল প্রাণ, সজীবতার শেষ নিশ্বাস টুকুর সহিত নিবে যাচ্ছে (১) সুতীক্ষ্ণ জ্বালা ! মর্ম্মান্তিক দংশন ! মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মৃদু মৃদু মৃত্যু ! দুর্ভিক্ষের ক্ষুধানল তুষানলেরই মত। বোধ হয় তুষানল অপেক্ষাও দুরন্ত দীর্ঘ—অধিক নিদারুণ !

জীর্ণ জননীর কঙ্কাল উপরে শীর্ণ শিশু-কঙ্কাল শুকাচ্ছে ! শিশুর শুষ্ক জিহ্বাগ্রভাগ, জননীর-বক্ষ-বিলীন-চর্ম্মমাত্রে পরিণত স্তনাগ্রভাগে সংলগ্ন রয়েছে ; শক্তিহীন শৈশব ওষ্ঠ তাহা এখন আকর্ষণেও অসমর্থ ; ইতিপূর্ব্বে অতি আকর্ষণেও অনসন—

(১) The public has heard nothing yet of death from hunger through official Channels ; but strnge to say, it has been fully convicned through private sources, that deaths are and for some time past., have been, occurring in considerable numbers and in different provinces "Englishman" Dcmr 1896.

পীড়িতা মৃতপ্রায় মাতার সেই নীরস নির্যাসহীন অঙ্গে, আহার মাত্র পায় নাই! দৃশ্য দেখিয়া আমি শীত, আমিও সন্তাপে ও শঙ্কায় সিহরিলাম। আমার এ হেন শৈত্য-ভরা বুকও যেন বিদীর্ণ প্রায় হ'ল।

মানুষ মানুষী, যুবক যুবতী দেখ্‌লুম, দীর্ঘ অনসনে এমন দুরন্ত অবস্থাপন্ন আর এত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে যে, দুই পায়ে ভর দিয়ে আর তারা দাঁড়াতে পারে না। পায়ে হাতে হামা কেটে, বড় কষ্টে আমার সম্মুখ হ'তে সরে গেল (২)? আমায় দেখে শীর্ণ-দেহ গুলি থর্‌থর্‌ কাঁপতে লাগল। কত লোকের গায়ে এক একটু কাঁথাও ছিল না, দেখলুম। শত ছিদ্র, শত গ্রন্থিযুক্ত ছিন্ন বস্ত্র খণ্ডে, লজ্জা নিবারণ কর্‌ছে। লজ্জারূপিণী রমণী বস্ত্রাভাবে, বৃক্ষ-পত্রে বক্ষ ঢাকা দিয়েছে (৩) আমার সংস্পর্শে, জীব-শরীর, শঙ্কায়, শীতলতায় বিকল, বিকম্পিত হ'ল। আমি চোখ বুঁজলুম। তথাচ আমার সুতীক্ষ্ণ শীতলতা তাদের অস্থি মজ্জায়, বক্ষে পঞ্জরে বড় যেয়ে বিঁধিল; তা বেশ বুঝতে পাল্লুম। অন্ন-ক্লিষ্ট অস্থি, রক্তহীন হৃদয়, আমায় দেখে, আতঙ্কে চমকে, অনেক সময় চূর্ণ হয়ে যায়, তা আমি জানি।

---

(২) Never can I forget the mother of those little ones; she was mere a skeliton and was so weak that she could only crawl on her hands and knees to the Varandah. Her weak baby clung to her looking more like a monkey than a human being, with its long, bony arms. shrivelled skin sunken eyes and wizened face. Behind this mournful pair came the little boy of nine, also on his hands and knees. Extract from a letter of Rev. Mr. E A Molony Dated Mondla C. P. 7th Sept 1896.

(৩) এরূপ দৃশ্য আমি নিজে সচক্ষে দেখিয়াছি।—লেখক।

কিন্তু, আমি কি করি বল। এবারের—কোন বারেরই বা নয়,—বিপদের জন্য বর্ষা দায়ী। বর্ষা এবার নামে নি। আমি কিছু বেশী নেমেছি। নামার নিয়মই এই। তা, আমি বর্ষাকে ত বারণ করিনি কো নামতে। সে, না নেমেই ত আমার সাম্রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বনাশের আগুন জ্বালিয়েছে। তবুও আমি আমার শিল্পের দ্বারা, সভ্যতার দ্বারা, শাসন-শৃঙ্খলা ও শ্রম-নিয়োজন-নীতি দ্বারা, যতদূর সাধ্য, যতদূর সম্ভব, এ সর্ব্বনাশকে সংহার করিতে সচেষ্ট আছি। যাতে অনাহারে জনপ্রাণী না মরে, আমার ইংরেজ তা'র ব্যবস্থা করেছেন। তবুও যে প্রাণীর প্রাণ নষ্ট হচ্ছে সেটা কি তা জান,—"নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।" তোমরা অদৃষ্টবাদী হিন্দু মুসলমান ইহা অবশ্যই বুঝ। প্রারব্ধ কেহ পুঁছে দিতে পারে না; কিসমত কেহ কেটে ফেল্‌তে পারে না; এ কথা আমি এ দেশে এসে, সময়ে সময়ে, স্বীকার কর্‌তে শিখেছি।

তবে, পুরুষকার? সে কথাটা আর আমায় কাহারও বেশী বুঝিয়ে দিতে হবে না। আমি পুরুষকারের প্রেয়সী পত্নী; অদৃষ্টবাদ আমার আশ্রিতা, সাময়িক সহচরী বা সেবিকা। সে আমার এ দেশীয়া আয়া। সূতিকা-ঘর হইতে শ্মশান ঘাট পর্য্যন্ত, সে আমার নেটিব বেবিদের লালন পালন করে, আমায় সাহায্য করে; আমি পুরুষকার দ্বারা তার পরিচালনা করি। আমার তাহাতে সুবিধা হয়।

তা, এই দুর্ভিক্ষ দমনার্থে আমার পুরুষকার, প্রচুর পরিশ্রম করছেন। আমি পূর্ত্ত কার্য্য প্রশস্ত করেছি। রেল ও রিলিফ কার্য্য খুলেছি। আবশ্যক স্থলে আরও খুলতে রাজী আছি।

চাউলের মণ ছয় টাকা; রিলিফ্-শ্রমের মজুরি সবে ছয় পয়সা। ছয় পয়সাও সব স্থলে নয়; দৈনিক মজুরি দুই পয়সা! (৪) শ্রম-কারী মজুর মজুরণীর পেট ভরেনা; আধ পেটাও হয় না; পরি-বারস্থ বালক বালিকা ও বৃদ্ধেরা খায় কি?" তা বটে। তা আমি বুঝি। কিন্তু,এদেশীয় শ্রমের মূল্যই এই। বিশেষতঃ অন্ন-ক্লিষ্ট মজুর মজুরণী কাজও খুব কম করে। তবুও শ্রমের মূল্যের রেট অনুসারে রিলিফ্ আমি দিই ও দিব।

কিন্তু দেখ! নিছক দাতব্যটী আমি দিতে পার্‌বো না। সেটী আমার প্রকৃতি ও পুরুষকার-বিরুদ্ধ—সেটী আমার পোলিটিকাল ইকনমির বিরোধী। তথাচ, অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত, পুলিশ-তদন্তে সাব্যস্ত, অতিরিক্ত অনসন, যদি শ্রম-বিমুখ ও ভিক্ষা-পরাঙ্মুখ ভদ্র পরিবার মধ্যে, কুল-মহিলাদের কাহারও ঘটে, ও তাহা উপযুক্ত আইডেণ্টিফিকেসন ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা, সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয় এবং সে সার্টিফিকেট আমার নিযুক্ত উপযুক্ত ক্ষমতা-প্রাপ্ত অথরিটীর নিকট প্রদর্শিত ও প্রমাণিত হয়, তা'হলে, সে রূপ

---

(৪)If they are able-bodied they are made to work 8or 9 hours, digging tanks or making roads and then each man is paid only six pice and each woman five pice for the day's work. This is called the "full ration wage". When one can not turn out full quantity of work, a man is paid five or four pice, and a woman four or three pice and these are called "three quarter wage" and "minimum wage" respectively. A big child earns three pice and a small child two pice if they can work thro: the whole day, otherwise they are. paid two or one pice respec tively.

স্থলে, আমি অবশ্যই মুষ্টি-ভিক্ষা দিতে সম্মত আছি। দুর্ভিক্ষ কালে এমনতর উৎকৃষ্ট দাতব্যের ব্যবস্থা করে' দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু, দেশীয়দের দত্ত, আমার গবর্ণমেণ্টের নিকট গচ্ছিত "দুর্ভিক্ষ নিবারণ তহবিলটা" কোথায় গেল! আমি তার তল্লাশ করেছিলুম। তা' অসংখ্য ও অসীম তহবিল-পারাবারে তলাইয়ে গিয়েছে! প্রথমে তরলিত হয়ে তলস্থ হয়েছিল। তার পর অক্সিজিন হয়ে আকাশস্থ হয়েছে। অতএব, আর তার স্বতন্ত্র ব্যবহারিক অস্তিত্ব নেই। তাহা ইথর পদার্থ হইতে, ক্রমে, বোধ হয়, বিশ্ব-বীজ পদার্থে বা কূটস্থ চৈতন্যে, বিলীন হয়ে গিয়ে থাকবে। সুতরাং আর ফির্‌তে পারে না। যোগ-বল, সাধনার ফল ও বিবেক বুদ্ধি-বশতঃ যে বস্তুর বিষয়ভোগবাসনা রহিত হয়ে যায়, তাহার ত জন্মান্তর পরিগ্রহের কোনও সম্ভাবনা নেই।

তথাচ, তাহার জন্য তোমরা অনবরত বকাবকি, লেখালেখি কর্‌ছ, কর, আমি মানা করি না। দেশ যখন দুর্ভিক্ষের বেড়া আগুনে, বেদম বেগুন-পোড়া পুড়্‌ছে, তখন তোমরা কেহ এক দানা অন্ন দান না করে, কেবল "দুর্ভিক্ষ তহবিল কোথায় গেল" বলিয়া তীব্র আওয়াজে, তবলা, বেহালা বাজাচ্ছ, তাহাতে দুর্ভিক্ষ পীড়িতের প্রাণ বাচ্‌ছে না, দাতার দানে বরং ব্যাঘাত করা হচ্ছে, ক্ষুধার্ত্তের অন্নগ্রাস, কঙ্গরাসের জন্য কেড়ে লওয়া হচ্ছে, তা' আমি বুঝি; তথাচ তোমরা তাহাই কর্‌ছ, কর, আমার ইচ্ছে। কারণ তা' হলে দুর্ভিক্ষে দেশীয় রাজা রাজ্‌ড়া, ধনী ধনকুবেরদের কাহারও কিছু দান কর্‌তে হবে না; সে রস সমুদয়ই পৌষরাসে টানা চল্‌বে, কঙ্গ-রঙ্গে কেউ ব্যঙ্গ করতেও পার্‌বে না। অতএব আমি সম্মত আছি।

আমি কখনও কাহারও সাধ সোহাগে, বাধা দিই না। সখের স্রোতে শ্বেত কৃষ্ণের প্রভেদ করি না। বিলাসে ও বাহারে, রসেও রাসে আমি দুকূল-প্লাবিনী।

তা, দুর্ভিক্ষে কেহ ডরিও না। শীতল মস্তিষ্কে, তাহার মর্ম্ম গ্রহণ কর। চিত্ততরাজুর তউল ঠিক রেখে উহার তল-দেশে পৌঁছিতে পার্‌লেই তত্ত্ব-জ্ঞান জন্মাবে। হৃদয়ের আবেগে, অপরিমিত উদ্বিগ্ন উচাটন হলে, কেবল অপচয় আর অর্থ ক্ষয় হবে, আসল কাজ হবে না। তাই বোল্‌ছি, দুর্ভিক্ষে দমিও না। ধীর স্থির ভাবে, দুর্ভিক্ষ দর্শন কর। কল্পনা দ্বারা, তার কীর্ত্তিকলাপ ও দগ্ধ-কার্য্য এক বিন্দুও বাড়াইও না। বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা সহকারে তাহার বিচার কর আর বক্তৃতা দেও।

কিন্তু, দৈনিক জীবন-বহনে, আরাম আয়েস, ক্রীড়া কৌতুকও কিছু কিছু চাই। নাট রঙ্‌ নেহাত প্রয়োজন। কঠোর কার্য্য-ক্ষেত্রে, স্ফূর্ত্তি আবশ্যক। আহার ব্যবহারের ন্যায় আমোদ আহ্লাদ, মফেল মজলিসও বিলক্ষণ চাই। নহিলে সামাজিক জীবন সরস হয় না। তাহার শোণিত স্রোত রুদ্ধ হয়, রুগ্ন ও ভগ্ন হয়। দুর্ভিক্ষের শাস্তিই হউক আর দুর্ভিক্ষের দামামাই বাজুক, রসরঙ চাই; সংসার আঁধারে রোসনি চাই। তাই আমি সহর পানে ছুটে এলুম।

একাদশী পোড়ামুখীকে, আমি পাড়া গাঁয়ে, পুলিশ পাহারায়, রেখে এসেছি। সে সর্ব্বনাশীকে আমি আমার সোণার সহরের ভেতরে সেঁদুতে দিব না। যদি সিঁদ কেটেও সেঁধোয়, অলি গলির অন্ধকারেই ফির্‌বে; জঠরানল-জ্বালায়, নেটিব কোয়াটারের নোংরা জায়গাতেই সে কেঁদে কেঁদে ফির্‌বে। আমি,

তাকে আমার বড় রাস্তায়, আমার আলোকময় সদর সড়কে পা বাড়াতে দিব না। সে আমার আমোদের ও "এস্থেটিক" অনুশীলনের ব্যাঘাত করে। তার ছায়াতে আমার সহরের সৌন্দর্য্য সংক্ষুব্ধ হয়, স্বাস্থ্যও সবিশেষ নষ্ট করে। বাহারের কথা আমি ঠিক বোলছিনে, বিউটীটা ত আমার বজায় রাখতে হবে। সখ নাই বা কল্লুম, সহরের "স্যানিটারী" সৌকার্য্যটা ত আমার দেখা চাই। আমি ম্যুনিশিপাল ড্রাম বাজিয়ে দিয়ে, সে মাগীর মুষ্টি ভিক্ষাও বন্ধ করে দিব। শড়কের শিওরে শিওরে, সার্জ্জন বসাব। দেখি শতেকখোয়ারী খায় কি আর দাঁড়ায় কোথায়!

আমার, প্রাণপণে, নিদেন বিডন স্কোয়ারটা ক্লিয়ার রাখ্‌তে হবে। বিডন্ উদ্যানে আমার পৌষ রাসের বাসর বসেছে। আমি তথায় তেরাত্রি রুঙ্গ-রঙ্গ কর্‌বো। আকাল অনাহারের কুৎসিত ক্রন্দনে, আমি আমার সুন্দর, সরস, কৈসর কঙ্গ-অঙ্গকে অভিশপ্ত হ'তে দিতে পার্‌বো না। আমার আদরের নিধি, আমার আবদারের দুলাল, এই ত্রয়োদশে, পড়েছে। 'শৈশব যৌবন দুঁহু মিলি খেলা।' শুক ষষ্ঠী তুমি শাপ দিও না। স্যাকড়া চণ্ডী তুমি নিশ্বাস ছেড় না। তোমাদের ভিক্ষার ঝুলি বেচে (৫) বাবুয়াকে আনারের শরবৎ, আঙ্গুরের আরক, বরফি, বাদামতক্তি, বুদ্ধি কারক আর বিফ্‌ ব্রাণ্ডি বল কারক, জিনিস খাওয়াও; বাবুয়া বড় হউক, বিলেত ঘুরে আসুক; বাবুয়ার ভাল হউক, তখন ভাত কাপড় দেবে।

* (৫) "Tell the beggers to pay us"—that is the message Mr Hume sends thro: Mr Caine to congressmen in India,—"Patrika" 17th Decemr.1896.

এখন তোমাদের ভিক্ষার চাল গুলা কতক বিলেতে আর কতক বিডন ষ্ট্রিটে চালান দেও।

তা যদি না দিবি, কথা কবি, কাঁদবি, শাঁপ দিবি, নিশ্বাস ছাড়বি; আমি খ্যাঙ্গরা পেটা করে, তোদের শতেক খোয়ার কর্‌বো। বলা হয়—'বাবুয়া, বাহারে আর বাবু গিরিতে বছর বছর বড় পয়সা ওড়াচ্ছে।' মর! কার পয়সা ওড়াচ্ছে রে আমার কঙ্গ-চাঁদ! সেত তার নিজেরই পয়সা। বাহার দিচ্ছে তা দিলেই বা! বদমায়েসী ত আর কচ্চে না! ফের কথা কইবি ত, এখনি আমার কঙ্গ-হাটের হোয়ে ডাল কুত্তাটাকে লেলিয়ে দিব।

আমি সহর পানে ছুটে এলুম কি সাদকরে! এখানে আমার কত কাজ! প্লেগ আমায় দেখেই পলিয়েছে। আমার স্যানিটারী সিমসন সমারোহ রিসেপসনের আয়োজন কচ্ছিলেন; কিন্তু, আমার কমিসনরেরা কুশ পুত্তলীতে প্লেগের পীণ্ডদান দিয়ে, তিল কাঞ্চনে কার্য্য শেষ করেছেন। আমার বঙ্গেশ্বর এর বিচার করবেন। পুরীর ডুবুরী ডাক্তার ব্যাঙ কিন্তু, এখনও নেটিব পাড়ার পারখানায় পায়খানায় প্লেগ গন্ধের গবেষণা কর্‌ছেন। গন্ধ পেলে প্রাণ রাখবেন না।

তা, আমি এসেছি। সহরে আমার রসের প্রবাহ ছুটায়েছি। ওলো আমার প্রেমের ফুল ফুটায়েছি! আমার কাশ্মিরার কুর্ত্তির ভেতর স্ফূর্ত্তির ফোয়ারা ছুটছে।

আমি শীত সাতিশয় রসবতী। আমায় শুক বলে কে? আমি ষড় রসে সুন্দরী। আমি নবরসে রঙ্গিনী। আমার ম্যুনিসিপাল মার্কেট আজ অশিত লক্ষ রসের আটলান্টিক মহাসাগর

বলিরে, ম্যুনিশিপালে রেচ্ছ রস? তা, মাধবে, যাও। রস-সাগর নথর নূতন বাজারে যাও; আর যাও তবে বহু রস-রসিকা আমার বউবাজারে! খাঁটী আর্য্য-রস হ'তে আরম্ভ করে, বিশুদ্ধ বাবু-রস, অথাই আমিরী রস, নোক্তাদার নবাবী রস, সকল রসই সেথায় শরীরে মূর্ত্তিমান, সজীবতায় দেদীপ্যমান দেখ্‌তে পাবে। ওলো! আমি রস নইলে কি এক নিমেষ রইতে পারি লো! আমি সর্ব্বরসে সোহাগিনী। আমার নব্য রস, আমার সভ্য রস, আমার কাব্য রস, আমার চব্য, চোষ্য, লেহ্য রস, চারি দিকে দৌড়িচ্ছে! ওলো! পেয় রসে আমি প্যায়গম্বরী! আমার পুলি, পুডিঙ, পিষ্টক আর পীরিতি রসের কি অবধি আছে! আমার কোবি-কড়াই-কমলা; কেক্ এবং কঙ্গ, কুক্কুট এবং কর্ক্কট রস কি তোরা চাকিসনি! জিহ্বের মাথা কি খেয়েছিস!

নানা রঙে্ আমার নাট্য রস, লুটিয়ে চলেছে! আমি চুটিয়ে চাকছি! আমার রয়ালে রঙ্গিনী; করিন্থিয়ানে কামিনী টা—রা—রা—বু—ম দিচ্ছে। আমার নেটীব ষ্টেজের নোলকা-ভিনন্দিনী নলিনীরা নিতম্ব দুলিয়ে হরি-নামের হর্‌রে ছুটাচ্ছে। আমি শীত, সরোজিনীদের সীমন্ত-দেশে, সম্রাজ্ঞীর শিটে বসিয়া, পৌষাভিনয়ের প্রণয়-কম্পন, আর আমার শৈত্যের সুতীক্ষ্ণ চুম্বনে সুন্দরী শরীরের অনুপম আকুঞ্চন,—সংগঠন সন্দর্শন করছি।

ওলো আমার "সারপ্রাইজ" "সার্কাস" রসে, সহর রসেছে। আবার এখন আমার সেসন-রসে স্বর্ণ ভেসেছে; আর ভেসেছে ছিছি! আমার ভাসুরের নাম ধর্‌বোনা লো!

আমার বল-বাহার-বক্তৃতা, ব্রেভো আর বাহাবার রস কি তোরা শুনছিসনে। কাণ দুটী কি গোল্লায় গিয়েছে; না,

পরের কীর্ত্তি-কথা শুন্‌তে হলেই, কাণের মাথা খাস। পোড়া কপালে, পোড়া কপালীরা!

তা, তোরা কি কেউ আমার কাব্য-রস পান করেছিস, আমার কবিতা শুনেছিস? না, শীতের কবিতে শুনবি কেন! মরগে যা তবে, বখাটে বাঁদর বসন্তের বাড়ী। কোকিলের কল-কলানি নইলে কি আর কবিতা হয়! শীতের কবিতার যে কি সতেজ সৌন্দর্য্য, তা কাউপার বুঝতেন; বসন্ত-বিড়ম্বিত ব্যভিচারী লোকে তার কি বুঝ্‌বে! কিন্তু শোন বোলছি; আমার কবিতা যদি না শুনিস আর শুনে যদি না কাঁদিস, তা'হলে আমার কড়াই ক্যাঁকড়া খাসনে, আমার কুল, কমলা ছুঁসনে! আমার ক্রিশমাস, কঙ্গরাস দেখিসনে! "কিরে" কর!

আমার ক্রিশমাস, কঙ্গরাস দুইই এক দিনে আরম্ভ! সেটা নইলে এখন আর আমি রইতে নারি! পৌষ পড়্‌তে পড়্‌তেই কঙ্গ পীরিতে আমার প্রাণ কেঁদে ওঠে।

ফিরে ঘুরে, আবার সেই কথা! দুর্ভিক্ষ! মর! দুর্ভিক্ষে কি দুর্গোৎসব বন্ধ ছিল, না মহরম বন্ধ রইবে! না, ক্রিশমাস রহিত হবে? তা যদি না হয়, তবে আমার পৌষ রাসোৎসব কেন হবে না? অবশ্যই হবে। নিশ্চয়ই হবে। আচ্ছা, কার্ত্তিকে কি কেহ এবার কৃষ্ণের রাস-যাত্রা করেনি? না ফাল্গুনে দোল যাত্রা কর্‌বে না? অথবা ভাদ্রে ঝুলন-যাত্রা ও আষাঢ়ে রথযাত্রা রহিত ছিল? তা, সে রাস, যখন চলছে, এ রাস, আরও চল্‌বে। বলি, দুর্ভিক্ষ বলে কি দেশ শুদ্ধ লোক আহার নিদ্রা বন্ধ করে বসে আছে; না, নবদ্বার—নিশ্বাস প্রশ্বাস রোধ করেছে?

তা যদি না করে থাকে তবে কঙ্গরাস অবশ্যই কর্‌বে।

কৈলাসবাসিনী দুর্গা, দুর্ভিক্ষে যখন, এত বড় উৎসব করেতে যে পাল্লেন তখন আমি সিমলাবাসিনী শীত কঙ্গরাস অবশ্যই করিব। আমি কার্ত্তয়নী অপেক্ষা কম নই আর আমার কঙ্গরাসের নাগর রা কৃষ্ণের চেয়ে ঢের শিষ্ট।

আমি বড় দিনের বাহার দিলুম,—বাড়ী বাড়ী, বাজারে বাজারে, চকে চকে চাঁদনীতে চাঁদনীতে। গ্রেট ইষ্টারনই আমার ক্রিশমাস—কেন্দ্র—কক্ষ! আমার এই সার্ব্বভৌমিক, সার্ব্বজাতিক অনুপম অট্টালিকার আজ আকণ্ঠ আহ্লাদ মূর্ত্তি,—কক্ষে কক্ষে আহ্লাদ উছলে পড়্‌ছে! উজ্জ্বলতা ও মধুরতা, কমনীয়তা ও কবিতা কেক এবং কটাক্ষ কক্ষে কক্ষে, আনন্দ-ক্রীড়া কোচ্ছে! সুখ, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও সজীবতা, প্রীতি প্রফুল্লতা ও প্রমোদ, বাসনা এবং বিনোদ বস্তু; প্রেম ব্রত-গ্রহণ পালন—উদ্‌যাপন পরিণয়ের প্রথম অঙ্কুর ও প্রতিশ্রুতি, প্রণয় ও পরিণয়ের প্রথম গ্রন্থির বন্ধন ও শেষ গ্রন্থির ছেদন, আজ এই গৃহের শিরায় শিরায়, বিরাট ক্রিশমাস—বৃক্ষের শাখায় প্রশাখায় বিরাজিত, মুকুলিত ও কুসুমিত! মানুষ মানুষী গুলি বালক বালিকা গুলি, যেন সুচিত্রের এক একটী আলোক-ছায়াময় মূর্ত্তি—সংগীতের এক একটী আধ ঘুমন্ত প্রতিমা! ছত্রিশ রাগিনীর সহস্র রকমের রস এবং লীলা আমি ইহাদের বাহিরে ও অভ্যন্তরে অবলোকন কর্‌ছি! শিল্প ও শোভা, পরিচ্ছদ ও পারি-পাট্য, ভালবাসা, আশা ও লালসা, আবৃত, অৰ্দ্ধাবৃত ও অনাবৃত ভাবে, এখানে ঢেউ খেলাচ্ছে! মিষ্ট খাদ্য, মিষ্ট মদ্য, মিষ্ট মিউ-জিক ও মিষ্ট হাসি! মরি! সুমিষ্ট স্বরোচ্ছ্বাসের কনসর্ট, সুমধুর কটাক্ষের কনসর্টে মিলিত হ'য়ে মিনিটে মিনিটে মিষ্টত্বের এক

মিশ্রিত মন্দাকিনী প্রবাহিত করছে! প্রাচীরেও গৃহ-চূড়ে আমার রুল বৃটেনিয়ার রক্ত পতাকা উড়ছে! প্রাঙ্গনে প্রাঙ্গনে, প্রাচীরে প্রাচীরে, পুষ্প, পল্লব ও পত্রের শুভ্র ও সবুজ শোভা! সুললিত লোহিত লাবণ্য! গ্রিণের ভেতরে গোলাপ কুমারী যেন ঘুমাচ্ছেন! গাঁদা সুন্দরীর কিন্তু, খরতর কটাক্ষ! সবুজ ব্যানারে ও ব্যাণ্টিঙে তা ঢেকে রাখতে পারছে না।

তা, বড় দিনে আর বেশী বাড়াবাড়ি নয়। আমি এখন ইডেনের ব্যাণ্ড শুনে, বিডেনে কঙ্গরাস করতে চল্লুম। তাতেই এবার আমার বাহারের খোলতাই বেশী। আমি তার ফটো এঁকে আনবো! তোমরা যদি দেখতে চাও, ত দেখাব। আমি এবার চৌরঙ্গীর চাঁদের হাট ভেঙ্গে বিড়েনে বিধু-বৈভবের বত্রিশ যোজন-ব্যাপী বাজার বসিয়েছি। বুঝেছ ত।
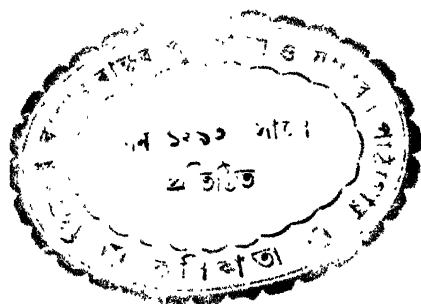
দ্বিতীয় স্তবক।

বিডন্ বালা।
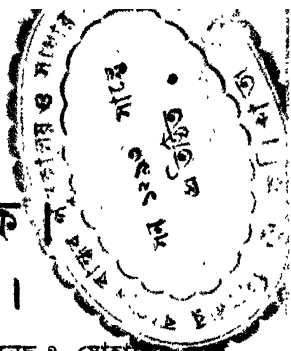
ছিছি! হেসে মরি! কথার ছিরি শুনেছ? সোহাগের বেলা ছড়া-হাঁড়ি গো! সুখের সাত সমুদ্র উথ্‌লে উঠেছে, সামাল্‌তে পারেন না! সিষ্টি-সংসারটাকে যেন সরা খানার মত ভেবেছেন! মরণ আর কি! এত মাশ্চর্য্যি! মেয়ে মানুষের এমন চোপা!

ঐ শীতের কথা বোলছিলুম—ওলো তার সে দিনকার সেই বড়াই আর বেহায়াপনার কথা। ভামিনী কত ভাবেই ভাসলেন;—কত নাটেই না নাচলেন! কত ভঙ্গি ক'রে, শিশিয়ে শিশিয়ে, আপনার রূপ ঐশ্বর্য্যের কথা লোককে শোনানো হল! ছিছি!! আপন মুখে আপনার এমনতর উলঙ্গ ব্যাখ্যান—এমনতর শোভা দেখান আর ছড়া কাটান আর কথন শুনিনিকো! বেহায়ার বেহায়া!! কাপড়ওয়ালা, কাব্যওয়ালা, কঙ্গ্রেসওয়ালা, কাগজ বই ও শিশি বোতল বিক্রীওয়ালা কর্ত্তেও একমাত্রা, বেশী এ বিটকেল বেহায়াপনা! কোনও বিক্রীওয়ালাই আপন বেসাতির বাজনা এত জোরে বাজাতে পারেন না; এই রূপসী আপন রূপ রস আর গুণ গৌরবের বাজনা খানা যত জোরে, সে দিন এই সহরে, বাজিয়ে গেলেন! 'বিক্রিওলারা' বড় জোর বলেন বা বাহকের মুখে বলান "আমার এই কাগজ কাপড় বা কাব্য যেমন, এমন আর নাই, কোথায়ও কথনও ছিল না; বিশেষতঃ বাঙ্গলায় বা বাঙ্গালা ভাষায় নাই। আমার কাপড়

পরিলে কাগজ আর কাথা পড়িলে, সপ্ত স্বর্গ, মনোরাজ্যের, কল্পনা ও ভাবনা অতীত স্থানে, উপস্থিত হ'তে হয়।" তা এ আর বেশী কি? শীত সোহাগীর বাহারের বড়াই আরও বেশী, তা তোমরা বাজারের লোক বেশ দেখিইছিলে।

তিনি সিংহী, তিনি সুন্দরী, তিনি রসবতী, গুণবতী, গৌরবিনী, কি নয়? যেখানে যে কিছু আছে সবই! তারও বেশী! ভীমরতি উপস্থিত কি না!

উনি সুন্দরী। কেউ কেটা নন "শীত সুন্দরী" সুন্দরী সে কেমন! যেন শির-ছোর্‌কোটা, সেকেলে সিঁদুর চুপড়ী। সাবান মাথা, সেমিজ-ঢাকা শুষ্ক চণ্ডী; আঁতে আঁত দাঁতে দাঁত ঠেক্‌ছে; ঠকঠকিয়ে কাঁপ্‌ছেন, তবুও "ঠসক" দেখ। ঠোঁট ফেটে "ঠ্যাকার্‌" ঠিক্‌রে পোড়্‌ছে! তবুও যদি গাটা ফাটা না হ'ত। ফাটা গা গাউনে ঢেকে, ওলো এত গরব? গায়ে যে দেখি আর ধরে না; তুলো-পোরা গর্ণেটের গাউন বেয়ে পোড়্‌ছে। লুকিয়ে তুই তুলো ভরিইছিলি তা জানি; তবু ওলো ত দেখা যাচ্ছে। তা, তোবড়া গাল খানায় খানিক তুলো টিপে দিয়ে, তার উপর পাউডার পাতিয়ে দিলে না কেন? বেস ভরাট হ'ত।

ওলো, কেবল কি রূপসী? উনি রাজরাজেশ্বরী! সাম্রাজ্য খানা সবই ওঁর একলার; ওঁর সাত জন্মের সুতো-কাটা-কড়ি দিয়ে কেনা জায়গা! আর এই সহর খানার ত কথাই নেই। এ ওঁর নেকায় পাওয়া "নেক মোহর।" নইলে আর কি বলি বল! উনি চৌরঙ্গীর রাণী; উনি নেটিব কোয়াটারের কুইন! বলি, কঙ্গরাসের উনি কে? কমলিনী? না কলা বধু? না কচি খুকী?

তা বেস। কলিকাতায়, উনি ছাড়া, আর কেহই কিছু নয়। উনি আড়াই রেতের জন্যে উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন। আর সকলের সব ডুবে গিয়েছে। দু'টী কাঁচা কড়াই আর কপি শাকের পাতা; সম্বল ত সবে এই! বলি এরই জন্তে এত জাঁক যে, আপন অহঙ্কারের আস্ফালনে, আকাশ ফাটাচ্ছো।? আর তাই বা কতক্ষণ? ওয়াস্তা ত সবে আড়াই দিনের। হেমন্তের হাড়ের ভেতর থেকে, বারেক মাত্র, বেরুয়ে, বসন্তের এক ফুৎকারে, উড়ে পলাবার পথ পাচ্ছোনা। পরমায়ু ত এই! প্রতাপও তোমার তেমনি। দুঃখীর ঘরে, দুর্ব্বলের দেহে, আপন বল দেখাতে যাও, কিন্তু তারাও তোমায় মানে না। তোমা-কেই মানায়। তোমায় পিট-মোড়া ক'রে বাধ্‌তে, তাদের কাপড়ে কম্বলে বা কন্থায় না কুলাইলেও, তারা তোমায় আগুনে পুড়িয়ে মারে। তবুও তুমি নাকি নেহাত নির্লজ্জ, তাই নিশীথ প্রহরে, রাজপথের এমন সব অসম্ভ্রম-কর আর শোচনীয় গৃহের দ্বারে দ্বারে, যেয়ে দাঁড়াও; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দর্প কর, যেখানে কুপ্রবৃত্তি আর কুরুচিই কেবল যায়। হায়! যেখানে সহরের শঙ্খিনীরা শরীর বিনিময়ে, এক মুষ্টি অন্নের প্রত্যাশায়, তোমারই মত উলঙ্গ ভাবে, অনাবৃত অঙ্গে, কৃত্রিম লাবণ্যের পসরা পেতে, প্রহরের পর প্রহর কাটায়! তুমি, ক্ষুধাতুরা, পাপে ভরা অভাগীদের অর্দ্ধাবৃত অঙ্গ কাঁপিয়ে, আত্ম বিক্রম প্রকাশ কর! এমনি নিষ্ঠুর আর নির্লজ্জ তুমি। কালামুখী, ধিক তোমার স্বল্পস্থায়ী কলঙ্কময় জীবনে!

কোঁদল করা আমার ইচ্ছে নয়। কখনই সে অভ্যেস নেই। তবু, সত্য কথা না বলে বাঁচিনে। আর কেউ, তোর মত হলে,

মুখ তুলে কথা, কইত না। ঘাটে নেমে নাইত না। তুই না কি হাড়হদ্দ বেহায়া, তাই সহরময় হামলে বেড়াচ্ছিস। গলাবাজী কয়াই বুঝি তোর ব্যবসা লো ? তাই গলা বাজিয়ে, গালাগালি দিয়ে আর আত্ম গরিমার গান গেয়ে বেড়াস। নাক কাণ কেটে দিলেও, আবা: দাঁত বার করে দর্প করিস। গলায় দিতে ছিছি ! তোর কি দড়ি জোটে না ? কলিকাতার বাজারে কলসীও কি অমিল হয়েছে ! তাই, কাটা কান ছিন্ন কেশে জড়িয়ে, মান বাড়িয়ে বেড়াচ্ছিস ! তুই যত কিল খাস,ততই যেন তোর কুঁদুনী বাড়ে, তা, এই মাঘ পোড়তে না পোড়তে, এবার বেস মালুম হোচ্ছে। বসন্ত, তোর গলা ধরে, যত ধাক্কা দিচ্ছে, তুই ততই জোরে জীব জন্তু জড়িয়ে ধ'রে বোলছিস,—"নানা, আমি যাব না, আমি এখন খুব জীয়ন্ত, জাগন্ত আছি, আমার গায়ে জোর, প্রাণে স্ফূর্ত্তি ও পকেটে পয়সা আছে ; আমি পাতাল কত দূর দেখ্‌ব ; বসন্তের সঙ্গে লড়াই লোড়বো, মামলা, মোকর্দ্দমা চালাব ; হাইকোর্টে হারি যদি, বিলেত আপিল কোর্‌ব।"

তা বটে লো বটে ! "নাকে চোপায় কাটলেও" তোর লজ্জা নেই ; তা জানি। নহিলে কি আর এক আধ দিনের জন্যে, কলিকাতায় এসে, মেশের বাসায় ভাত খেয়ে, অল্লায়ু অভাগী ! তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা যে, সহরের সাত পুরুষে বাসেন্দা "বাড়ী-ওলা" বনিয়াদী বড় লোকদের উপর টেক্কা দিতে চাস। ওরে আমার সোহাগিনী রে ! সোহাগের যে দেখি আর সীমে নেই ! "যার ধন তার ধন না নিকো মারে দই।" উনি আবার এসে সহরের সর্ব্বে সর্ব্বময়ী হয়ে দাঁড়ালেন ! দড়ি জোটে না !!

ওলো, আগে দশ জনের এক জন হ'—তার পর নাহয় দর্প করিস। কোলকেতার তুই কে? এখানে এক খানা ইটও ত তোর নেই। ছাতে মৃত্তিকার এক ফোঁটা মাটীও ত তোর নেই! তা, ভাল মুখে বোল্‌ছি,—বাছা জঙ্গলে ছিলে জঙ্গলেই যাও; পাহাড়ে পর্ব্বতে যাও; আদাড়ে পাঁদাড়ে বার মাস বাস কর, সেইখানেই গিয়ে থাক। রাজা এসেছেন, বেস করেছেন; যাঁদের রাজ্যিপাট—সিষ্টি সংসার,—তাঁরা আস্‌বেন না ত আস্‌বে কে? আহা! জন্ম জন্ম আসুন, আমোদ আহ্লাদ করুন, বৈঠক করে বসুন, তাস পাশা খেলুন, বল নাচ নাচুন, পান তামাক খান, দেখে আমরা চক্ষু জুড়ুই; বাঙ্গালী-জন্ম সার্থক করি। কিন্তু তুমি বাছা তাঁদের কে? তুই বেটী তাঁদের কে যে, ছোট মুখে বড় কথা বোলবি?

বলে "লবের বাণ সইতে পারি, কুশের বাণে জ্বলে মরি।" যাঁদের রাজ্যি পাট, সংসার ধর্ম্ম, তাঁরা আপনারা দশ কথা বলেন, কি দু' ঘা মারেন, তা বরং সহ্যি হয়; তাঁদের দাসী বাঁদীরাও যে এসে কর্ত্তা মা সেজে, দিনে রেতে, সাতবার করে, বুকের ভেতর শক্তিশেল হানে, এতো আর সইতে পারি নে! বসুমতী বিদীর্ণ হও! ওমা, তোমার গর্ভে গিয়ে দাঁড়াই! তোমার বুকের ভিতর, মুখ লুকিয়ে, মর্ম্মের জ্বালা জুড়ুই। এ গঞ্জনা—এ লাঞ্ছনা অন্ত্যজ ইতরের হাতে, এত অপমান আর বরদস্ত হয় না। বলে "পাষাণ হলে ফেটে যেত পোড়া নারীর প্রাণে সয় কত!!"

উনি শীত সাত মুল্লুকের ভবঘুরে, উনুনমুখী, শত দ্বারগামিনী, সহস্র জাত যজ্ঞানী, উনি শীত, উনিও কিনা আজ সুলোচন সেজে এসে, গুঁচ বিঁধুতে বোসলেন। ইংরেজ রাজার নাম করে,

অনায়াসে, অপমানের কথা বোল্‌তে লাগলেন! হা! অদেষ্ট! কতই না শুন্‌তে হ'ল! কলিকালে আরও কত-কি বা দেখ্‌তে হয়! বলে "দেখলুম কত দেখবো আর, ছুঁছোর গলায় চন্দ্রহার।" কালে ছুছুন্দরীও সুন্দরী হোলেন। ক্ষুদ্র কাট কুড়ুনী ভাড়ানীর কানা মেয়ের নাম মৃগনয়নী শতদলবাসিনী! উনি আজ "পাটরানী" হয়েছেন আর আমরা এই সহরের আর সবাই ওঁর আশ্রয়ে, একচালা বেঁধে, বাস কোচ্ছি। আরে, আমার ঘোড়োলের মেয়ে মোড়লনী লো! মুরুব্বি-আনি দেখে যে দাঁতকপাটী লাগ্‌ছে! তা, শোন বোল্‌ছি, ফের যদি অমন লম্বাই চেওড়াই চাল চালবি আর আস্পদ্ধার কথা কইবি ত, তোব মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢালবো, তার পর উল্‌টো গাধায় চড়িয়ে, গর্দ্দানী দিতে দিতে, গড়পার পার করে দিব। তখন, ধাবায় ময়লার গাড়ির গর্ত্তের ভিতর রাণী গিরি হবে।

সময় সামিগ্রী মন্দ; আইন কানুন কড়া। আমি কটু কথা বলিনি, বলিবও না। ভাল মুখে বোলছিলুম, তাইই বোলছি যে, সহর দেখ্‌তে, দু'দিনের জন্যে, এসেছিলে, দেখা শোনা হয়েছে, এখন স্বস্থানে যাও। যেখানে তোমার বাস্তুভিটা, বার মাসের বাস বসতি—যেখানে তোমার জ্ঞাত গোত্র অসভ্য বর্ব্বর জঙ্গলী জানয়ারেরা আছে, তুমি সেইখানেই সটান চলে যাও। রাজপ্রতিনিধি তোমার পিরীতে মুগ্ধ নন, তুমি তফাৎ হও। এমনতর সুসভ্য সহরে, তোমার মত অভব্য জঙ্গলী জীবের জায়গা হতে পারে না।

শুলো! এ কোলকেতা! "বড়ই কঠিন ঠাঁই গুরু শিষ্যে দেখা নাই।" এখানে, যম এসেও বড় জারিজুরি করতে

পারেন না ; তা, তুমি ত কোথাকার একটা নির্জীব জোনাকি পোকা। "আমি শৌর্য্যে সিংহিনী" বলে ত বড় গর্জ্জালি গর্জ্জাচ্ছিলে। কিন্তু গা-জুরি গর্জ্জিলেই কি হ'ল ? বোঝে, ওঠাই, বাছা, শক্ত। তুমি "সিংহিনী" তা ত বুঝলুম। কিন্তু, "সিংহিনী" যে হয়ই না,—সে খবর কি রাখ ? "সিংহিনী" যে ব্যাকরণ বিরুদ্ধ শব্দ—একটা অর্থশূন্য আওয়াজ ; যেমন বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য আর ভূমিশূন্য রাজা। এও যখন তুমি জান না, তখন আর কি বোল্‌বো। আওয়াজ ত খুব দিচ্ছিলে, কিন্তু অর্থ কই ? যে জিনিস হয়ই না, হবারই নয়, যে জানোয়ার জন্মেই না, তাহাই যখন তুমি, তখন আর অধিক কিছু বোলতে চাইনে।

তুমি, বোধ হয়, মনে করেছিলে, এও একটা পশ্চিমে সহর একটা পঞ্জাবী পাহাড় ;—সীমান্তের একটা অসভ্য, বিদ্যালোক-বর্জ্জিত স্থান ; তাই ভেবেছিলে যা মনে কোর্‌বে তাই কোর্‌বে, যা, মুখে আস্‌বে তাই বোল্‌বে। কিন্তু, সেটী ত এখানে হোতে পার্‌বে না। এখানে, মুখ সাম্‌লে কথা কইতে হবে, কোঁছা সামলে পথ চোলতে হবে, "ভবি্য দেখে নমস্কার" কর্ত্তে হবে ; স্রোত বুঝে সায় দিতে হবে, বাতাস বুঝে বিচার কর্ত্তে হবে ; ব্যক্তি বুঝে নিমন্ত্রণ দিতে হবে, রাঙা কাপড় দেখে নাচ্‌তে হবে, নোক্তা দেখে নেমাজ পোড়্‌তে হবে, হুজুগ বুঝে হিঁদু হতে হবে ; ধরণ দেখে ধামা ধোর্ত্তে হবে, গণ্ডি দিয়ে গালি পাড়্‌তে হবে, দক্ষিণা বুঝে দান কর্ত্তে হবে। পাপের গায়ে পুণ্যের পোষাক পরিয়ে, প্রত্যহ পয়সা আদায় কর্‌তে হবে। এক কথায়, স্বার্থ দেখে সব কাজ কর্ত্তে হবে। তবেই হেথায় টিঁকতে পার্‌বে। নইলে টিট্‌কিরি খেয়ে তফাৎ হতে হবে। স্বার্থই এখানে সত্য,

আর সব মিথ্যা। কিন্তু, সে সত্য পদার্থটী, সর্ব্বথা, সঙ্গতির আর সুরুচির আরকে ইস্তিরি হয়ে, সভ্যতার আন্‌ভালাপে মোড়ক থাকা চাই। সাম্‌লে চলাই সংযম, নইলে অসংযমের উধাও ঝড় ছোটানই সভ্যতার লক্ষণ। এ আমাদের সভ্য সহর, তোমাদের মত উচবুকের আশ্রয়স্থল জঙ্গলী নগর নয় যে, যা মনে আস্‌বে তাই বলে পার পাবে। কথা ব্যাকরণ বিশুদ্ধ ও আইন-সঙ্গত হওয়া চাই। বলি বাছা "সিংহিনী", যে ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ।

এ আমাদের "ক্যালকাটা" কেউকেটা নয়। যিনি যত বড়ই হউন, জারিজুরি খাটে না। আগেই বলেছি, যমেরও হেথা জামিন চাই। টুঁ শব্দটী হলে, তখনি, সমালোচনায়, সাত পৃথিবী প্লাবিত হয়। একত্রে, সহস্র খণ্ড সংবাদ পত্রে, 'সামাল সামাল' ডাক পড়ে। দশদিকে, সাধারণ মতের মহা মন্দাকিনী প্রবাহ, প্রচণ্ড বেগে, দুকুল প্লাবিয়া, কুল কুল রবে, ছুটতে থাকে। তারেরখবরে, আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত, তোলপাড় হয়। আন্দোলনের তুফান ওঠে। আলোচনায় আলোচনায়, আগুন ছোটে। ওলো, এখানে প্রহরে প্রহরে, পলে পলে, পাবলিক ওপিনিয়ন পায়রা-লোটন লুটছে; তাও বুঝি তুই জানিসনে; তাই বুঝি অত বেসামাল হয়ে আপনার আধিক্যতা কচ্ছিলি? ছিছি! তুই এমন মূর্খ। স্ত্রীশিক্ষা বুঝি তোদের ও দিকে আজও যায়নি। তা বুঝেছি। তোর প্রসঙ্গের প্রথম শব্দ "সিংহিনী" সে সংবাদ বেস দিয়েছে।

কঙ্গরাসে, তুই বুঝি কেবল তামাসা দেখ্‌তে এসেছিলি লো? কঙ্গরাস বুঝি তামাসা? মরণ আর কি! ওযে সাংঘাতিক সিরিয়স্ কাজ। ওখানে পাবলিক ওপিনিয়নের হিমালয় পর্ব্বত।

তার পেষণে, তুই যে ইংরেজরাজের দোহাই দিচ্ছিলি, তাঁরাও ময়দা পেষা হয়ে যেতে পারেন। তোর কথিত মার্টিন হেনরি, ম্যাক্সিম গান আর এঞ্জিন কামান ওর কাছে, এগুতে পারে না। তার তুই ত তুই, একটু শীত বই ত না! শীতেই ত আরও আমাদের পাবলিক ওপিনিয়ন অগ্নি উদ্গার করে। এখন একটু বুঝেছ কি?

তুমি বুঝি মনে করেছিলে, আমাদের কেবল 'মাসিক'ই আছে। আর কেবল মাসিকেই আমরা মনের কথা—সাধারণ মতামত, ব্যক্ত কোর্ত্তে পাই। তাই মাসিকে, আপন মাশ্চর্য্য প্রকাশ করে নিশ্চিন্ত ছিলে! ছিছি! কি মুর্খতা! মেয়ে মানুষ এমন মুর্খও কি আজও আছে? ওলো! কেবল মাসিক নয় লো, মাসিক নয়। সাপ্তাহিক, প্রাত্যাহিকও কত শত আছে, আবার 'প্রাহরিক'ও বেরোয়। তাও কি কেবল বর্ণাকিলার বাঙ্গালায়? বাঙ্গালা ত ওলো বেকুবে পড়ে আর বোকায় লেখে। ইংরেজীতেই হোচ্ছে এ সহরের সাধারণ মত। ইংরেজী সংবাদ পত্র সাত আট কুড়ি আছে। সভা সমিতি পাঁচ সাত ডজন। তা, ছাড়া পুলপিট আছে, প্লাট ফরম আছে, কঙ্গরাসের প্রজা নৈতিক পার্লামেণ্ট আছে। সর্ব্বত্রই পাবলিক ওপিনিয়নের প্রবাহ খেলছে। পাবলিক প্রেস, সে প্রবাহ ছাপায় ফুটিয়ে, দেশে বিদেশে, চালান দিচ্ছে; পথে পথে পসরা কোচ্ছে। এখানে, বাছা সবই, "পাবলিক" 'প্রাইবেট' যদি কিছু থাকে, তা অপ্রকাশ্য। প্রকাশে, মহা পাতক জন্মে; জেলে যেতে হয়। প্রাইবেট মানেই হোচ্ছে লুকোচুরি; আর প্রাইবেট, পাবলিক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। একটা প্রাইবেট পিশাচ,

পাবলিক ধর্ম্ম-পুত্র যুধিষ্ঠির হতে পারেন। এখন, বুঝতে পেরেছ কি পাবলিক, প্রাইবেটের মত্লব কি? যদি না পেরে থাক, এখনি এখান থেকে চলে যাও; নইলে নিশ্চয়ই বিপদে পোড়বে। যদি দু'চার দিন, এখানে, সুখ শোয়াস্তিতে থাকৃতে চাও, তবে এখানকার সব চাল চলন, দাঁড়া দস্তুর গুলি আগে ভাগে অধ্যয়ন কর, আর মনে প্রাণে জেনে রাখ যে, এই সহর খানি সাধারণ সরাইখানা। এখানে, সকলেই আমরা পাবলিক জীব—সাধারণ আর সাধারণী। অভব্য উচবুকের মত কারও প্রাইবেটের পানে তাকিও না; আপন প্রাইবেটও কারো কাছে প্রকাশ কোরো না। সাবধান! প্রাইবেট পানে তাকিয়েছ কি প্রাইবেট নিয়ে পীড়াপীড়ি করেছ, তবেই প্রাণান্ত পরিচ্ছেদে পোড়্‌বে। • যদি, ভাল চাও, ত পরামর্শ শোন।

আমার পরিচয় চাচ্ছ? আমি, আর তোমার কাছে, কি আত্ম পরিচয় দিব; কার কাছেই বা কি দিব। আমায় কেনা জানে, আর তুমিও কোন আমায় না চেন? তবে, তুমি নাকি আপন অহঙ্কারেই পথ দেখ্‌তে পাচ্ছিলে না—আপন গরবেই গ'লে পোড়্‌ছিলে, কাযেই আমার কথা পাড়্‌তে অগত্যা বাধ্য হয়েও, তা মুখ ফুটে ব্যক্ত করনি; আপন মাশ্চর্য্যে মত্ত হয়ে, আমার উপর মুরুব্বি গিরিই কোচ্ছিলে;—তুমি আমার আবাসে এসে, আমার অতিথিশালায়, আশ্রয় ও আহার পেয়ে, যদি আমার কোনও গুণ গৌরব থাকে,—তা চেপে রাখবারই চেষ্টা করেছিলে; —তাও কি আর তুমি জান না? তা বেস। তাতে আমার কিছু এসে যায় না। আমি, আমার বিষয়, এখন চেপে রাখ্‌তে পারলেই বাঁচি। আমার কথা ঢাকাই থাকুক, ঢাক বাজিয়ে

বাছা, আমার বড় হোতে হবে না। বিজ্ঞাপন দিয়েও আমার বড়াই কোত্তে হবে না ; কোন দিনই তা কোর্ত্তে হয়নি কো। আমার নামটী মাত্র, লোকে, আপন আপন বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করে, নামজাদা হয়ে উঠ্ছে। আমি আর, ছাই, আপন বিজ্ঞাপন দিব কি ? আমার আস্তাকুড়ে আশ্রয় নিয়ে, আমার আনাচে কানাচে পড়ে থেকে, কত শত লক্ষ লোক বড় মানুষ হয়ে গেছে—হচ্ছে—হবে। ওলো, আমার আঁচলের বাতাস পেয়ে, কত কোটী ব্যক্তি বাবু-গিরি শিখেছে আর শিখ্‌বে, তা, কেবল এক মাত্র অন্তর্যামী ঈশ্বর বোল্‌তে পারেন ; আর কেহই পারে না। কারণ, কে, তার সংখ্যা রেখেছে, কেই বা তাদের সকলকে দেখতে পেয়েছে ? আমি নিজেই সে বিষয়ে অজ্ঞ। অসংখ্যের সংখ্যা করা, কেবল সেই অসীম অনন্তদেবেরই সাধ্য। তাই বোলছিলুম বাছা, আমি আর আত্ম-পরিচয় অধিক কি দিব ? আমি ত আর তোমার মত পথের পথিক নই। এ সহরের প্রবাসী পর্য্যটক নই যে, আপন কাহিনীর জানান দিব ? বহুকাল—বহু পুরুষ হতে, এ সহরে যা' হ'ক আমার একটু জায়গা জমি আছে। একটু ঘর বাড়ী বাস্তুভিটা আছে।

যে কথা জগৎ শুদ্ধ লোকে জানে—যে কথা ইতিহাসের আবশ্যকীয় কথা, যে কথা ইংরেজ শাসনের সুবৃহৎ কথা, আর যে কথা এই সহরের সর্ব্বোচ্চ সরস কথা, পুনশ্চ যে কথায় শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্য ও সৌন্দর্য্য, দান ও ধর্ম্ম পাপ ও কুকর্ম্ম, উৎসব ও ব্যসন, সবই সমভাবে সংযুক্ত হয়ে রয়েছে, যে কথা পুরাতনের পুরাতন, আবার নিত্য নূতন ; সে কথা আজ ওলো আমি আবার আপন মুখে বোল্‌বো কি লো ? সে

কথা যে কোটি কোটি কণ্ঠে, প্রতি ক্ষণে ধ্বনিত প্রতি ধ্বনিত।
আহা!

"কত না বর্ণে কত না স্বর্ণে গঠিত
কত যে ছন্দে কত সঙ্গীতে রচিত,
কত না গ্রন্থে কত না কণ্ঠে পঠিত
মম অসংখ্য কাহিনী।"

যে ব্যক্তি কখনও কোলকেতায় এসেছে, অথচ আমার পুণ্য-ক্ষেত্র, স্পর্শ করেনি, পঞ্চতীর্থে, পূজা দেয়নি, তার কলিকাতা দর্শন নিষ্ফল। সে ব্যক্তি কলিকাতায় আসেনি, অন্য কোথাও গিয়াছিল, নিশ্চয় জানিও। যে ব্যক্তি, যেখান হইতেই হউক, আমার উদ্যান কোনস্থ কঙ্গশালায় এসেছিল, অথচ আমার কোনও না কোনও রঙ্গশালায় যায়নি, তার কঙ্গ বৃথা ত বটেই, তাহার জন্ম আর তথা-কথিত "জাতিয়তাও" নিরবচ্ছিন্ন নিস্ফল জানিবে। সে ব্যক্তি, জাতীয় মহা সমিতিতে, কখনও আসেনি, তবু যদি বলে এসেছিল, সে অন্য জায়গার জাল জাতীয় সমিতি। আমার উদ্যান-দেশস্থ "দ্বাদশ মহা সভা" নিশ্চয়ই নয়। কারণ, কলিকাতা কলির সর্ব্ব প্রধান পুণ্যতীর্থ,—আর সে পুণ্য তীর্থের সর্ব্ব প্রধান সিদ্ধ পীঠগুলি আমারই কক্ষে, সারি সারি, বিরাজিত। দ্বাদশ কঙ্গরাস তাহারই ধূলাবলণ্ঠিত হয়ে, ধন্য হয়েছে। আমি তাহার দ্বারা, ধনী হই নাই; ধ্বনিতও হই নাই। শীত সুন্দরী, সেটা, উল্টো বুঝিয়েছেন। তাই, আমার বোলতে হোচ্ছে যে, অন্যের গৌরবে গর্ব্বিতা হওয়া আমি হেয় জ্ঞান করি। আমি যা, ছিলুম তাই আছি। কঙ্গ-ব্যাপারে, আমি বাড়িওলি,

কমিওনি। সেই বরং আমার পঞ্চতীর্থের পূত সলিলে স্নাত হয়ে এবার পবিত্র হয়ে গেছে।

শীত সুন্দরী, কঙ্গকে, কিছু ব্যঙ্গ করেছেন, তা করুন। ব্যঙ্গে বৃহত্তের বৃহত্তত্ব যায় না। শীতের কঙ্গ-বিদ্রূপ সত্বেও, কঙ্গ বৃহৎ। বৃহৎ আর বিখ্যাত। বৃহৎ বৃহতকেই চিনে, বিখ্যাত বিখ্যাতের বৈঠকেই বসে। তাই না, কঙ্গ আমার সঙ্গ লয়েছিল লো! আমার সঙ্গ-গুনে, আমার সহবাস-সম্ভাবে, কঙ্গের সুখ্যাতি বেড়েছে, সুযশ বেড়েছে, নাম ডাক আরও ডেকে উঠেছে। ওলো আমার সঙ্গ-সহবাসে তার সঙ্গতিও হয়েছে লো। সে বার "টিবলী" তা'কে ক'টা টাকার টিকিট বেচে দিতে পেরেছিল? আর আমিই না এবার তাকে, তিন দিনে ছ, হাজার টাকা থোক গুনিয়ে দিইছি? আহা আশ্রয়ে এসেছিল,—অবস্থা জানিয়েছিল, আমার বাগানে এসে ক'দিন ধরে, আসর সাজিয়েছিল, বাঁশি বাজিয়েছিল, নাচ মুজরা করেছিল, তাই দিইয়েছিলুম। আমি আশ্রিত, আশ্রিতা সকলকেই প্রতিপালন করি। কাহাকে কখন বঞ্চিত করি না। কই, কে কবে আমার আশ্রয়ে এসে, অভুক্ত ফিরে গেছে? কাতর প্রাণে, আমার কল্প বৃক্ষ গুলির তলায় দাঁড়াইলেই, তারা রজত কাঞ্চন দ্যেয়। ঝাড়া দিলেই ঝুপ ঝুপিয়ে পড়ে। যার ইচ্ছা কুড়িয়ে ন্যেয়। কাহাকেই কোন দিন শুন্য কলসি কাঁকালে করে ফিরতে হয় না।

ওলো! আমার ভ্রমর-কুঞ্জের সুখ-সায়রে, রসের ফোয়ারা কি কখনও শুকাবার! আর সে কি তোদের তরল, শীতল, সস্তা রস? যে রসের বড়াই শীত সুন্দরী, গরম খেয়ে, কচ্ছেছিলেন? ওলো আমার সায়রে সাহেবালী শাঁসাল রস, তার কি তুলনা।

আছে ?—সে রস টাকশালের তপ্ত, ঘণ নিরেট রস—পাকা টন টনে রজত-রস। আমার কুঞ্জে, কাঁচা জিনিসে,কোকিল ডাকে না, কপোত বকে না লো। আমার কুসুম, আমার কঙ্গ আমার কবিতা এত কাঙ্গাল কাঙ্গালিনী কুলি কুলিনী নয় যে "ফিজ" নইলে ফুটবে, ফিক করে হাঁসবে, স্রোত বয়ে ছুটবে। হাঁ, ফিজ দাও, ফুল শোঁথ, ফল থাও। নহিলে ফটক থেকেই ফের। এত চৌকি, এত চেয়ার, এত ফুল, এমন ফরাশ, এমন মফেল, ফিষ্ট আর ফ্যাসন, "ফীজহীণ ফেলো"—ফোতো বাবুদের জন্যে নয়। এ কথা কঙ্গ ফুকরে বলেছিল ? তা, বোলবে না ? একথা কেনা বলে ? আমার রঙ্গালয়ের নট নটীরা বলে, কঙ্গালয়ের কালা চাঁদেরাও বলেছিল। তাতে বাছা ! আবার কথা কেন ? তারা ত আর কানা কড়ী নয় যে, কোঁড়োচ ভরে কুড়িয়ে নেবে; আর ফুটো ফানসও নয় যে, ফুঁয়ে পোড়বে ? তারা সকলেই স্ব স্ব সত্বায় দামি জিনিশ। আমার দ্বারে দামহীণ দ্রব্য নেই। কম দা'মর কৃত্রিম কোনও মালই নেই। ওলো, আমার দ্বারস্থ হবা মাত্র দাম বাড়ে, দক্ষিণা আমি ডবল বাড়িয়ে দিই। তাই না লোক, দলে দলে এসে আমার দলিজ ঘেঁসে দাঁড়ায়; আমার দিক বিদিকে দোকান খোলে। নইলে কিলো খুলতো ?

রূপের দোকান, রসের দোকান;—ওলো দোকান কিসের নয় ? আমার রঙ্গের দোকানের রাজঐশ্বর্য্য দেখেই না, এবার আমার বাগানে কঙ্গের দোকান বসেছিল। তা, দরে বিকালেই দোকান বসে; আর বেশী বিকালেও বসে। আমি দুই দিকেই যে সমান সিদ্ধিদায়িনী তাও কি আর জানিস নে। আমার দ্বারস্থ

দোকানের দ্রব্য যত বেশী দরে বিকায় আর যত বেশী বিকায় এত আর কোথায়।

রূপ-রস-গন্ধ,—তার কিসের অভাব? সুর-সম্পদে কোন রঙ্গ শালা রঙ্গশালার সমকক্ষ? রয়াল ও কোরিন্থিয়ান কিম্বা ক্লাসিক, মরকত ও মিনার্ভা; কিম্বা নক্ষত্র ও নগর বা রয়াল বেঙ্গল কোনটী? বলনা শুনি? আমি নিজেই বল্‌ছি; কোনটীই নয়। রঙ্গ তবে কেন বিকাবে না?

প্রতিভা-সভার আরাধনা—আর্চ্চনা, পরবে পার্ব্বণেও আর এখন শ্রোতা পায়না, পায় পড়িলেও তা কেহ লয় না; বার মাস শুন্য বেঞ্চ;—শীত মহোৎসবেও সেই শুন্য বেঞ্চ শোঁ শোঁ করে। দেখলে বুক ফেটে যায়। কিন্তু, সংস্থান সমাজে ও স্বাধীন সভায়, সে দিন, কি সাংঘাতিক লোক সমাগম তাওত দেখেছিস। সাদা সাদা সার্জ্জনে ও লাল লাল পিয়াদায়, লাঠি চালিয়ে, রুল ফাটিয়ে,লোক ঠেকিয়ে রাখতে পারে না; লোক হাজারে হাজারে গিয়ে সেথায় ঠুলোঠুলি—মাথা ঠোকা ঠুকি করে; ভিতরে সেঁধুতে ত পারেই না; বাহিরেই সর্দ্দি-গর্মি হয়ে মরে। তবুও না-ছোড় গৃহে, গৃহদ্বারে, অযুত মুণ্ডের মহামেলা। সত্যই, এতাধিক মস্তক অধ্যাত্মিকতায় কি এতই মত্ত হয়েছিল যে,মরিতেও প্রস্তুত? যে সু-স্বর সংযোগে প্রতিভায় সংগীত ও সংকীর্ত্তন ঐ দুইস্থানেও ঠিক তাই —গীত বাদ্য, বক্তৃতা পরমেশ্বরের পূজাও তাঁহার নিকট প্রার্থনা; —তাহা সেওয়ায়, সর্ব্বর্থা, এ দুই স্থানে কিছু আর সোরীমিঞার টপ্পা নয় বা তদনুরূপ আর কোনও তরল পদার্থও নয়; এ, কে না জানে? তথাচ এক স্থানে শূণ্য সিট ও আর দুই স্থানে দুরন্ত জন-তার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ কেন? কারণ আর কিছুই নয় ঐশ্বর্য্যের

সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ। প্রতিভার সমাজ,পরদায় প্রপীড়ীত হিন্দু অন্দ-রের দ্বিতীয় দৃশ্য, তার উপর আবার নেহাত গরিবি চাল,কাযেই তার মংসব মসগুল হওয়া ত দূরের কথা—বিদায়-দক্ষিণার ব্যবস্থা করলেও কেউ সেথা যায় কিনা, সন্দেহ। কিন্তু, অপর দুই মটের, একের উৎসবে ঐশ্বর্য্যের অপাঙ্গ দৃষ্টি, সৌন্দর্যের সরস, সুচারুসাজ সরঞ্জাম এবং অন্যের উপাসনানুষ্ঠানে স্বাধীনতার সরল সাযুজ্য। অতএব, ঐ উভয়ের উৎসব দরে বেচিলেও বেস বিকাতে পার্ত্তো। তা, এঁরাও তাহা বেচেন না, বিলান। সম্পদের উৎসব ব্যক্তি বুঝিয়া বিতরিত হয় বটে; কারণ টিকিট আছে। তা, টিকিটে টাকা লাগে না; টাকাওয়ালা লোকে টাকা না দিয়াই সে টিকিট পায়। টাকা হীণ লোকের তোষামদের তহবিলে তদ্বিরের তোড়া-যোড়া থাকিলে, তারাও টিকিট পেতে পারে। প্রতিভা ব্রাঞ্চের ন্যায় স্বাধীনা শাখার বস্তুতই অবারিত দ্বার, ব্যক্তি নির্বিশেষেই তার উৎসবানন্দ বিতরিত। কথাটা যখন পেড়েছি, তখন, সত্যের খাতিরেই কাযেই তা আমার বোলতে হ'ল।

কিন্তু,আমি কেবল শীতোৎসবের কথা বোলছি নে; শরতোৎ-সবেরও বটে। রাত্রি আরতিতে যে অত লোক জড় হয়, রূপরসের আকর্ষণই কি তার কারণ নয়? ওলো আমার পল্লীতে পাঁচ সাত শত খানা করে, দুর্গোৎসব প্রতি বৎসর হয়ে থাকে। আমি সব ঠাউরে ঠাউরে দেখেছি। দেখেছি লো দেখেছি। পূজার অপেক্ষা প্রসাদেরই বেশী পরাক্রম। নমস্কারের অপেক্ষা নৈবেদ্যের লোভ লোকের নেহাত বেশী, দেবী দর্শনে যত লোক যায়, তার দশ গুণ লোক যায় রূপরস দেখ্তে। ওলো প্যাপের কথা বোলছি নে, পুণ্যশ্লোক-শ্লোকনীদের পবিত্র চোখে দেখার কথাই বোল্-

ছিলুম। রূপ-তৃষ্ণা রুকতে রুদ্র নিজেই পারেননি, তা লোকে কি কোরবে। এতেই বুঝবে সেটা অনিবার্য্য। রূপ-তৃষ্ণা আর রস-প্রবাহ, ফাটকে আটকাতে হিন্দু ও খৃষ্টীয় উভয় ত্রিনীতি একত্রে, আয়োজন করেও অক্ষম হয়েছেন। কালীঘাটে রূপ-রসই বিকায় বেশী। কাশী কাঞ্চি সর্ব্বত্রই তারই ব্যাপার।

কঙ্গ, তবে, কেন বিকাবে না। রূপ রস গন্ধে, শব্দ ও সুস্বর সংযুক্ত। তার উপর আমার স্থান মাহাত্ম্য কোথা যাবে? কঙ্গ বিকিয়েছিল, আরও বিকাতে পারত, যদি সে পাকাপোক্ত বাসা বেঁধে, আমার কাছে কাছে থাকত। কঙ্গ তার বাৎসরিক উৎসবের আসর আমার বাগানে বেঁধেছিল; এটা তার খুবই পাকা পলিসির পরিচয়। কে বলে কঙ্গ পলিটিক্সে পক নয়? আমি ত দেখলুম বেস পরিপক। তবে সে আরও পোক্ত পাকতে পারতো. যদি সে আমার পল্লীতে কেবল ক'দিন প্রবাস না করে, পারমানেণ্ট প্রাসাদ বানিয়ে বরাবর বসবাস করত।

কড়ি ছিল না? তা কিছু দিন ভাড়া বাড়ীতে থাকলে না কেন? ক্রমে কড়ি কামিয়ে নিয়ে, তখন নিজের বাড়ী কিনে নিত। পাড়ায়, যাদের এক এক জনের এখন তিন চার খানা করে বাড়ী, তারাও এসে, আগে বাড়ীওলীর বাড়ীর ভাড়ার ঘরে ছিল। তাতে কি বয়ে যায়?

আত্ম-পরিচয় আমি ঢের দিয়েছি। বুদ্ধি থাকিলে, বুঝতে পারিবি। কিন্তু, তুই অভাগী শীত, অতি "অজবোজ।" ইসারা ইঙ্গিত ত আর বুঝবি নি। আমরা সভ্য সহরের সম্ভ্রান্ত মহিলা, ইসারা ইঙ্গিতে অনেক বুঝি। চাপা কথাই আমাদের কাছে চূড়ান্ত হয়। কিন্তু, তুই শীত অশিক্ষিতা অসভ্যা।—ভেঙ্গে ভেঙ্গে,চেঁচিয়ে

চেঁচিয়ে,আর চিরে চিরে না বোল্লে কি আর তুই বুঝ্তে পারিস। বুঝ্বার হোলে, এত ক্ষণে অনেক বুঝতিস। তা আরও একটু খুলে বোলছি। বুঝিস্ নি বোলেই বোলছি। নইলে কি লো এত টা বোলতুম। পিতা পিতামহের নাম বলে পরিচয় দেওয়া আমাদের " এটিকেট " নয়। জাতি জ্ঞাতির কথা বলাও সভ্যতা সম্মত নয়। তবুও তোর কাছে তার কিছু কিছু বোলতে হল।

ওলো আমি বিডনবালা।

বিডনবালা লো, আমি বিডনবালা। মিস বিডনবালা লো, বিবি বিডনবালা। বুঝেছিস এখন? না আরও বেশী বোল্‌তে হ'বে? ওলো, আমি লাট সাহেবের মেয়ে। চির-স্মরণীয় বঙ্গেশ্বর—বাদসাহ বিডন বাহাদুর আমার বাপ। আমি বড় ঘরের মেয়ে, বড় বংশের ঝী। খাস বিলাতি বিবি-আনি সাজে, ওলো আমি বাঙ্গালী সহরে বাবু কোয়াটারের বৌ। আমি বিবি বৌ—বৌ-বিবি। ওলো, আমি নেটিব লাবণ্যে য়ুরোপীয়ান লেডী। আমি য়ুরোপিয়ান ড্রেসে ওরিয়্যানট্যাল রাণী। এই দেখ আমার অসংখ্য রকমের অলঙ্কার—বিলাতি কাটের কুর্‌তি—গাউনের, পরে গহনা। ইহার এক খানিও, বাছা, গিল্টী নয়। সোণার গহনাও আমি গায়ে পরি না,—সে সব ত, ওলো, বাসন-কোসন। হীরা মাণিক পান্নাই কেবল পরিধান করি। জড়োয়া কাজের জুয়েল রাখ্‌বারই জায়গা হয় না, বাছা, তা আর অন্য গহনা পরিব কি! গা খানা ত আর পরের নয় যে, ছোট লোকের মত সোণার বাসন দিয়ে ঢেকে রাখ্‌বো!

আমি রাজা বাপের রাণী মেয়ে। বাবা, আমায়, সোহাগ

ক'রে সাজিয়ে গেছেন। তার পর, আবার কত লোক কত রকমেই না সাজাচ্ছে। আমার আভরণের কি ওর আছে— আমার ঐশ্বর্য্যের কি গণনা আছে। আমি আদরে ছিলাম, আদরেই আছি। আমি আজন্ম আদরিণী, চির সোহাগিনী বাদসাহজাদী। আমার বাবা আমায় অমরী করে অমরী ক'রে গেছেন।

আমার নিত্য নবযৌবন। ওলো আমার যৌবনে, চিরকালই, একটানা জোয়ার চলেছে ;—কোন কালেই ভাটা পড়েনি—ওলো পোড়বেনা—পোড়বেনা ; আমি অনন্ত যৌবনা। প্রতিদিনই আমার যৌবন পুরন্ত হোচ্ছে।

ওলো, সুধু কি কেবল তাই ? আমার কক্ষে, প্রতিদিনই, নব বসন্তের সান্ধ্য সমীরণ বিরাজ করে। প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত আমি ঘুমাই। ফাইন লেডীর লক্ষণই এই। আমি অপরাহ্নে উঠি। বসন্তের বৈকালিক বাতাস আমায় জাগায়। তখন ফুল, ফুটে, সঙ্গীত ছুটে ;—আমার পথে, পার্কে, প্রাঙ্গনে, প্রাসাদে, রূপ রসের লহরী উঠে। আমি সন্ধ্যা হইতে সারানিশি নৃত্য করি।

বৈকালিক বায়ু সেবন করিতে করিতেই, আমি শুভ্র সুবর্ণ আলোকে উজ্জলিয়া উঠি। সন্ধা-ছায়া আমার এ পাড়ায় পড়ে না। আমার আলোক সজ্জাদেখে পৃথিবী পুলকিত হয়।

আমার অঙ্গে অঙ্গে, আলোক-মালা জ্বলিয়া জ্বলিয়া, হেলিয়া দুলিয়া খেলাকরে,—আমি নৈশ স্ফূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠি। আমার অঙ্গের উপাঙ্গের রত্ন রাজি—আমার অতুল আভরণ-ঐশ্বর্য্য, আমার হীরা মাণিক মুক্তারহার,—সূর্য্য-চন্দ্র-ইন্দ্র-হার, আমার শতনর, বাজু-ক্রুস-ব্রেসলেট, নাকছাবি নেকলেট, আমার চিক-চৌদানি-চম্পাকলি ও দুল,—আমার নোলক মাকড়ি কাণবালা ও কবরীর

ফুল,—আমার চরণপদ্ম, নুপুর পাঁয়জোর, আমার কণ্ঠমালা কোমর বন্ধ-বোর ;—আমার এ কালের বিবি-আনি মুকুট এবং সেকালের বাউটী এবং বাঁউড়ী স্যুট ;—এক কথায় আমার আপাদ মস্তকের যত জীয়ন্ত জুয়েল, আলোক-দ্যুতিতে উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে ; এক জ্যোতি আর এক জ্যোতিতে 'জয়েন' হয়ে মাণিকজোড়ের মত খেলাকরে,—আমার অঙ্গের অ্যাটমসফার, তখন ইথরময়—ইলেক্ট্রীসিটিময় হয়। আমার কণ্ঠ, কক্ষ বক্ষ বাহু, অপাঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গ—পদাঙ্গুলের নখ-কোণা-টুকু হইতেও, তখন অবিশ্রান্ত প্রবাহে—অজস্র ধারায়, অফুরন্ত ফোয়ারায়, ফুটিতে থাকে, ছুটিতে থাকে, কেবল কবিতা, কলা, কুসুম আর কমনিয়তা ;- ফুটিতে থাকে কেবল স্ফূর্ত্তি, ফ্যাসন আর ফুল ; ছুটিতে থাকে কেবল আমোদ, আকাঙ্ক্ষা আর আশক্তি ; প্রমোদ, পীপাসা আর পা—আ—প ! না না না, পুণ্য আর প্রতিষ্ঠা ;—তখন বহিতে থাকে—দ্রুতবেগে দৌড়িতে থাকে, বিলাস বাবুয়ানি বিহার, আর ব্য—ভি—চা—র ! না, না, বদান্যতা ;—আমার অঙ্গে অঙ্গে লুটিতে থাকে—নিছক নাচিতে থাকে, নাট্য কলা, নিশীথরস, নেসা এবং নিধুবন আর ন্য—কার—না—না ; নীতি-নিষ্ঠা ! আমি বিডন ষ্ট্রীট, তখন হই, সে কালের বেবিলন—একালের লণ্ডন, পারীস এবং নিউইয়র্ক, একত্রে—একই ক্ষেত্রে ! তখন সমগ্র সহর কলিকাতা—সমগ্র বঙ্গভূমি, সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যের শর নবনীত, আমার আলোক—উচ্ছ্বসিত অঙ্গে অঙ্গে, আমার প্রমোদ প্লাবিত প্রত্যেক পরমাণুতে নিমজ্জিত হয়,—লীন হয়—সমাধি-নিমগ্ন হয়, সাঁতারকাটে, হাবু ডুবু খায় ! আমি কি সামান্যা ? ওলো শীত শয়তানী ! আমি যে চির-বসন্ত-বিহারিনী বিডনবালা ! আমি বাঙ্গালী সহরের বড় রাণী, ওরে

বাঙ্গালার বাহার ;—আমি কেবলি বঙ্গবাসীর নই—বসুমতীর, সমগ্র বসুন্ধরার বহুকোটী "ব"কার বহন করিয়া আছি। ওলো আমি কি "কেউ কেটা" !

ওলো, আমার বামকক্ষে কর্ণওয়ালিস,—যে কর্ণওয়ালিস এক কলম ইংরেজী-কালিতে, এদেশী-জমিদার বাবুদের জন্ম দিয়াছিলেন ! তাঁহাদের বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ প্রপিতামহদিগকে, নবাবী কঞ্চিখানার কুর্ণিশ-কক্ষ হইতে, কুচ করিয়া আনিয়া, কম্বলাসনে বসাইয়া, তাঁদের বাপ দাদাদের জন্য আলস্যের গদি গের্দ্দার আর তাঁদের নিজের জন্য আরাম—কেদেরার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন,—যে কর্ণওয়ালিসের এই অতুল, অদ্ভুত, অমরকীর্ত্তি, সেই কর্ণওয়ালিস নিজেই, আমার বামকক্ষে, বিরাজিয়া আপাদমস্তক আলোকালঙ্কারে, এবং অপ্সরা অপ্সরে, আনন্দিয়া, আমায় আদরে আলিঙ্গিয়া আছেন। আমার কর্ণওয়ালিসের কণ্ঠে, ওলোদেখ ঐ এখন "ষ্টার-হার"—"মরকত"-মালা—মণি-মাণিকের অফুরন্ত জীয়ন্ত খনি !

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিদ্যা-জ্যোতিঃ বিরাট বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিপুল বিভূতি,—শিল্প-বিজ্ঞান-সাহিত্য-কলা-কল্লোলিয়া-কলেজ ষ্ট্রীট, কর্ণ-ওয়ালিসের ত্রি-মোহানায়, মিশাইয়া দিতেছে। কর্ণওয়ালিস, কলেজ ষ্ট্রীট হইতে, বিদ্যা-কলার কর এবং কুর্ণিশ গ্রহণ করিতেছেন। এ হেন কর্ণওয়ালিস আমার কক্ষে ! অতএব, স্কুলকলেজ ও বিদ্যা-কলাও আমার পক্ষে ! ওলো কৃষ্ণপক্ষ নয় লো কৃষ্ণপক্ষ নয় ! সবই আমার শুক্লপক্ষ—সুশুভ্র শাফ জ্যোৎস্না !

কলেজ পল্লীর সমগ্র বিদ্যা-কলা, কর্ণওয়ালিসের রঙ্গ-কক্ষে, শর ও সারে পরিণত হইয়া, আমার ক্লাসিক কলেবরে আসিয়া, আমার রোমাণ্টিক 'মিনার্ভার' মধুর মন্দাকিনীতে আসিয়া, মিশে ;—

আমি, তাদের মাথে, কীর্ত্তির "ক্রাউন" পরাইয়ে দি—সর্ব্বোচ্চ শেষ ডিপ্লোমা দ্বারা দাগিয়া, আমি তাদের দীর্ঘকাল ব্যাপিনী দীক্ষার দক্ষিণান্ত করি;—তারা আমার পুণ্যময়ী পল্লীর দিগ্‌বিদিক পূর্ণ ও পুলকিত করে! ওলো! আমি কি একটা মুর্খ মেয়ে? কলিকাতা য়ুনিভার্সিটীখানা, আমার আঁচলের আগায়।

ঐ দেখ, আমার দক্ষিণ হস্তে, ডফ্‌কলেজ তথা আমার বাম বাহুতে কুইন্‌স্ কলেজ, আমার শিয়রে শেমিনারি "য়্যাকাডমি" আমার উদরে! ওলো আমি কি কেবল কলেজষ্ট্রীটের বিদ্যা-কলা-লইয়া কীর্ত্তিমতী! কত ভারি ভারি লিটারারি লাইব্রেরি, আমার আনাচে কানাচে পড়েরয়েছে।

কলেজষ্ট্রীট সহ কর্ণওয়ালিস, আমায়, কুর্ণিশ করিতেছে; চিতপুর অনবরত আমার চরণে চন্দনাদি ঘসিতেছে। যোড়াশাঁকো, আমার সম্মুখে যোড়হস্তে দণ্ডায়মান, পাথুরেঘাটা তাহার শ্বেত পাথরের উপরে, আমার পাদপদ্ম রেখে, পাগড়ী দিয়ে, তাহা মুছিয়ে দিচ্ছে! গরাণহাটা আমার গায়ে গায়েই লেগে আছে। আর—আর ঐ দেখ আমার কবরী ভর ক'রে, আমার বিলম্বিত বেনী ধরে, কি ঝুল্‌ছে? ঝুল্‌ছে ওলো সুবর্ণবৃক্ষ—"শোণাগাছী"—আমার শোনার গাছে মনি মাণিক চুনি পান্নার ফুল ফুটেছে;—ফুল ঝোর্‌ছে, পোড়্ছে, আবার ফুটে ফুটে উঠ্‌ছে। ওলো, আমার বিস্তুনীর আর একমুখে, বটতলার সাহিত্যের ফুল আর অম্বুরির বাস! আমার, কবরীর ফুল অফুরন্ত, রকমারি,—নিত্য নূতন!

ঐ দেখ, আমার সাতুলাটুর বাড়ী। সাতুলাটু কে তাও বুঝি আর জানিস না? তুই জঙ্‌লী অভাগী—জানবি কোথা-থেকে!

সাতুলাটু বলিতে, বুঝতে হবে বদান্যতা, বনিয়াদিত্ব আর বাবু-আনি।

বাবু-আনি, এখনকার ফোতো বাবুদের রোথো বাবু-আনি নয়;—ভুঁইফোঁড় রাজা রাজড়াদের মত কেবল লাস বিলাসের বাবু-আনিও নয়। বদান্যতার বনিয়াদি বংশের বাবু-আনি,—আলিসানতার উচ্চ অঙ্গের বাবু-আনি। আমার সাতু লাটুই ছিল আসল বাবু—সহরের আদিম ও ওস্তাদিদলের ওস্তাদ বাবু। তাদের সাগ্‌রেদের সাগ্‌রেদের কাছেও এখনকার বড় বড় বাবু, বাবু-আনির "ছবক" লইতে পারে। সে বাবু-আনিতে কেবল আত্ম-সুখ নয়, অনেক খানি আত্মত্যাগ আর পরের সুখান্বেষণের দরকার হয়। এক বিন্দু ল্যাবেণ্ডর ও দুটো থিয়েটারি টপ্পার কর্ম্ম নয়, সে বাবু-আনির কাছে পৌঁছান।

তুড়ুক্-সোয়ারে আগলান ও ফিরিঙ্গি কোচমানে হাঁকান এখনকার ঐ উঁচু উঁচু আরব ও ওয়েলার চৌঘুড়ীর জুড়ীও জোরে দৌড়িয়া আমার সেই সাতু লাটু ধরণের বৃহৎ ও বিস্তৃত. বিশিষ্ট ও বদান্য বাবু-আনির নিকটে ঘেঁসে না। সে পথই যে জুদা।

আহা! আমার সাতু লাটু আর নাই। তাদের ঐ পুণ্যময়ী অট্টালিকা আমার উপর আছে। আমি ঐ অট্টালিকা বড় যত্নে বুকে ক'রে রেখেছি। আমি ছোট বড় বহু বাবু-সেবিতা বাবু-রাজ্যের বিবি রাণী হইয়াও, অহরহ অতি আদরে—সদা পরম শ্রদ্ধা সহকারে, ঐ অট্টালিকার চরণ চুম্বন করিয়া কৃতার্থ হই!

ওলো ঐ বাড়ীতে আজও যা' যা' আছে—আমার সাতু

লাটুর ভগ্নাবশেষ আজও যা কিছু আছে, সহরের শপ্ত আকাশ-ভেদী উঁচু উঁচু অট্টালিকাতেও তার খুব কমই দেখ্‌তে পাবি। একবার প্রবেশ ক'রেই দেখনা ব্যাপার খানা কি? মাইরি, বোলছি, তুই ওখানে ঢুকলে দরোয়ান চাপরাশী তোকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়াবে না। আদর ক'রে বসাবে। ভয় নেই, ভেতরে যা। দেখবি কত আতীথ্য, কত আপ্যাইত; দেখবি বার মাসে তের পার্ব্বন; কত ভোজন, কত দান, কত যাত্রা কত গান;—এ সবই দশের জন্য। দুঃখী গরিব আমন্ত্রিত অনাহুত সকলেরই, ঐ বাড়ীতে—এই সহরের কেবল ঐ বাড়ী-তেই অবারিত দ্বার।

ঐ যে আমার অঙ্গে অঙ্গে, নৃত্য-গীত-গৃহ দেখছিস; ওগু-লোকে আমরা ইংরেজীতে থিয়েটার বলি। বুঝেছিস ত? তুই ত আর ইংরেজী জানিসনে, তাই বুঝিয়ে দিলুম। ঐ ঘর গুলোতে, নাচ রঙ, তামাসা, গান বাজনা আর কথা কাটাকাটি হয়। তাকে আমরা ইংরেজীতে বলি "এক্ট" করা আর ভাল বাঙ্গালায় বলি নাটকাভিনয় করা। নাটক কাকে বলে, তা তুই বুঝতে পারবি নে। সে ভারি শক্ত কথা। সে কথা বুঝ্‌তে সাহিত্য-বোধ থাকা চাই। এই সহরে সেটা বোঝেন কেবল কয়েক জন বাছা-লোকে। ঐ থিয়েটার ঘরে নট নটী দুইই আছে। নটীরা আসল নটী,—পুং নটী নয়। নটীরা আবার নটও সাজে। যেমন প্রমোদা সাজে প্রহ্লাদ; গোলাপী সাজে গৌরহরি; বিনোদী সাজে বুদ্ধ দেব, সরোজী সাজে সিরাজ-উ-দৌলা, আতরমণি সাজে অর্জ্জুন, এই রকম সব। বুঝেছিস্ ত? কিন্তু নটীদের নটী বোল্‌তে নেই; বোলতে হয় "অ্যাক্ট্রেস" মিস

বা মিসেস—অমুক। নইলে অসভ্যতা হয়। নটনটী দুই জড়িয়ে বোলতে হয় "আরটিষ্ট"।

ঐ সব ঘরে, নাটক আর নট নটী দেখতে যেতে হলে, টাকা পয়সা দিয়ে, টিকিট কিন্‌তে হয়। টিকিট নইলে কেউ ভেতরে ঢুক্‌তে পায় না। টাকা নইলে টিকিট হয় না।

তাই টাকাওলা বাবু ভেয়েরা আর টাকাউলী সৌখিন মেয়েরাই ঐ সব ঘরের ভেতর সেঁদুয়ে নাটক দেখ্‌তে ও সঙ্গীত শুন্‌তে পারেন। আর কেউ পারে না। গরিব দুঃখী লোকে, ও ছাঁ-পোষা গেরস্থ লোকে সে সুখে বঞ্চিত থাকে।

কিন্তু, তাদের কি আর থিয়েটার দেখ্‌তে সাধ যায় না?

যায় বই কি। কিন্তু দেখায় কে—শুনায় কে? সাতু বাবু লাটু বাবুর মত বাবু কি আর আছে যে, সে ধরণের বাবু-আনি কোর্‌বে। এখনকার ফোতো বাবুরা আত্ম-তৃপ্তিতেই তৃপ্ত, আপনা-দের উপভোগেই ভোর, পরের আনন্দের ধার ধারেন না। কাজেই এখন সব সাধারণী নাট্যশালা—পাবলিক আমোদ-খানা খোলা হয়েছে। কিন্তু, তখন এ সব ছিল না। তখন সাতু বাবু লাটু বাবুর মত বাবুরা, জনসাধারণের আমোদের জন্যে, সর্ব্বদাই ব্যবস্থা কত্তেন—উৎসবের পর উৎসবের অনুষ্ঠান ক'রে নাচ গান নাট তামাসা দিতেন, লোকে চোব্য চোষ্যের সহিত সে সব উপভোগ করিত; সাধারণী-নাট-শালায়, আউওল, দোয়েম, ছেওম ও চাহারম দরে, টিকিট কিনে কাহারও গান শুন্‌তে ও নাচ দেখতে হোতো না। তখন এমন তর সব আমোদ খানার পেশাদারি আড্ডা-ছিলও না। কেন থাক্‌বে?

ত', এখনও আমার সাতু বাবুর বাড়ীতে যেমন যাত্রা কীর্ত্তন

অনেকা নর্ত্তন হয়, তেমনি সর্ব্ব সাধারণের দেখবার শোনবার জন্যে, সময়ে সময়ে, থিয়েটার, অপেরার অভিনয় হয়ে থাকে; যার ইচ্ছা সেই যেয়ে দেখ্‌তে শুন্‌তে পায়; দরোজায় সাহেব সারজন দাঁড়িয়ে লোকের উপর দৌরাত্ম করে, এখনকার বাবু-আ.নির বাহার ছুটায় না।

তা তুই আরও দশ দিন থাক্। তোর হাতে গেঁটেত পয়সা নেই। দোলের ক-দিন সাতু বাবুর বাড়ীতে, থিয়েটার দেখে চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটিয়ে যাবি। সে ক'দিন থিয়েটারি আড্ড;—ঐ ঠাকুর-দালানের সামনে "ষ্টেজ" খাটিয়ে আসোর সাজাবে। ষ্টেজ কাকে বলে, জানিস ত? "ষ্টেজ" বোলতে এই—এই—এই;—দুর হোকগে; বাঙ্গালা বলা অভ্যেস নেই।

দেখ সামনে আবার, ঐ সাতু বাবুর বাজার। তুই ত এই সহরের অনেক বাজারের নাম গেয়েছিস। কিন্তু, এমন তর বাজার, চর্ম্ম চক্ষে, আর কখনও দেখেছিস কি? বাজারটুকু আকারে ছোট বটে। কিন্তু, যেন হীরের ধার; হীরে মাণিক কি আর হাতীর মত হয়।

এই বাজারে তুই এখনি আনা পাঁচেক মাত্র পয়সা খরচ ক,রে উঁচু দরের বাবু সাজতে পারিস, বড় ঘরের বৌ সাজতে পারিস মহল্লা-মাত্রেরই বিবী সাজতে পারিস। আমার এই এক সাতু বাবুর বাজারেই, সূক্ষ্ম ও ছাড়া কাপড়ের "ট্রাফিকে" আমার বাসন-উলী কাপড়-সওদাগরণীরা তোর মত সাতগণ্ডা শীতকে, শিবরাত্রি দেখায়ে দিতে পারে।

তা তুই পয়সা পাবি কোথা। পয়সা নইলে ত আর পোসাক

পরিচ্ছদ হয় না। তোর পকেটে পাঁচ আনার পয়সাও এখন নেই যে পুরণ কাপড়ের একটা পোসাক পোরবি!

হোলই বা পুরণো কাপড়! পুরণো কাপড় কিনতে বুঝি কড়ি নাগে না। ছেঁড়া চুল ছেঁড়া কাঁথাও ওলো কিস্মতে বিকায়! বাজারে বোসে তা বেচ্‌তেও মাশুল নাগে। "ইকানমি" কিনা অর্থ শাস্ত্রানুসারে, ও এই বিংশ শাতাব্দিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার বিচারে আচারে, অব্যবহার্য্য বস্তুও ব্যবহারে লাগে। তাই ছেঁড়া গ্যাকড়া ছেঁড়া চুল ও ছেঁড়া জুতারও মূল্য আছে, মাশুল আছে, মহাজন আছে, পাইকেড় আছে, বড় বড় কল, কারখানা কারবার আছে,—বুঝেছিস্ ত লো ভাল করে? সাতু বাবুর বাজারে, ছেঁড়া কাপড় ছেঁড়া কানির শুল্ক আদায়ের ইজারা ও ইজারাদার আছে।

কাপড় উলীদের মাথা পিছু এক এক পয়সা পোথ্‌প্লাস হয় ত এক মাত্রা মৃদু হাসি। এটী অতিরিক্ত। কিন্তু, অতীব মূল্য-বান্। বসনে বাসন বিনিময়-কারিণী কোন কামিনীই কিন্তু, এই দুই বস্তুর একটীও সহজে ছাড়িতে চাহে না। উভয়ই অনাদায় রাখিয়া পলায়নের পন্থা খুঁজে।

প্রতিভাশালী ও পদ্যাত্মক পোতাধ্যক্ষের প্রহরায়, পরিক্রমণে, প্রপীড়নে বা প্ররোচনায় পোত না দিয়া, পলায়ন সফলতা যদিও প্রারব্ধ বা সুপ্রভাত সাপেক্ষ, তথাচ কোন কোনও ভামিনী, পোথের পয়সাটী অনাদায় রাখিয়া ও আঁখির পলকের প্রসন্নতা বা বিষন্নতা টুকু মাত্র আদায় দিয়া, পলায়ণ করে। দৃশ্য টুকু বেশ রোমাণ্টিক।

এ রোমাণ্টিকের রমণীয়তা আর কোমল উজ্জ্বল রোসনি কেবল তখনি রিয়ালেষ্টিকের রৌদ্র রসে ভাসিয়া যায়, অরসিকাও

বৃদ্ধ-বসনউলী মাম্বল উসুল কালে, যখন মৎস্য-উলী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উচ্চকণ্ঠে অনর্গল আমিষ রস উদ্গার করিতে থাকে।

তা তুই যে ওলো সটান শুকিয়ে উঠলি। দেখতে দেখতে যে তোর দাঁত বেরুয়ে পোড়লো। মুখখানি চুপসে খোসা হ'য়ে নাকটা যে যেয়ে শিকায় উঠলো। ওলো কি লজ্জা। ব্যাপার কি বল্ দেখি? হাঁ লো হাঁ তা বুঝলুম বুঝলুম। হেথা আর তোর থাকা পোষায় না। বসন্ত বাবু এসেছেন। ফুর ফুর উড়ছে ঐ তাঁর ফাল্গুনের হাওয়া।

তৃতীয় স্তবক।

ফাল্গুনের হাওয়া।

ফাল্গুনের হাওয়া স্ফূর্ত্তিমন্তের স্ফূর্ত্তিটুকুর মত ফুর-ফুর-ফুর উড়েছে; যেন ফুল বাবুটী;—কোঁচায় ফুল, কাণে আতর, ওষ্ঠে শিশ্, সর্ব্বাঙ্গে স্ফূর্ত্তি; ফিট-ফাট চটক, চটুল, চিক্কণ, চক্ষু-লজ্জাহীন। ফাল্গুনে হাওয়ার ফষ্টি-নষ্টি অফুরন্ত। সে ফুলে ফুলে ফিরে, মুকুলে মুকুলে মধু খায়, লতার অঙ্গে আলিঙ্গন করে,—সে স্ফূর্ত্তির ফুৎকার দিয়া, পতিত পাতায় ফর-ফর-ফর উড়ায় আর হাসে। সে উড়ন্ত বাতাস দিয়া শীতের পড়ন্ত যৌবন, জীয়ন্ত করিতে চায়; জোর জবর দস্তিতে শীতের শীর্ণ যৌবনের জের চালায়;—শীত সিহরে, সে হাসে, আর বলে,—

শীতকে সম্বোধন করিয়া, হাওয়া, হাওয়ার মত হালকা হাসি হাসিয়া হাসিয়া, বলে—"বিধুবদনে! বেজার হও কেন? একটু বাতাস দিচ্ছি বৈত নয়;—নইলে যে আমোদ হয় না; এস আই! একটু ইয়ারকি দিই"

ফুর-ফুর-ফুর ফাল্গুনের হাওয়া শীর্ণ শরীরা শীতের নাকে, মুখে, নেত্রে, শিথিল চিবুকে, দ্রুত চুম্বন করিয়া, একটু দূরে সরে। ফিরিয়া ঘুরিয়া আবার আসিয়া বৃদ্ধার বধির কর্ণ-কুহরের কাছে, হাউই বাজির মত, হু হু উড়ে; ফুৎকারে স্ফূর্ত্তির ফোয়ারা ছুটাইয়া নবীন প্রণয়ীর মত, নিরাশ প্রাণা শীতের কাণে কাণে ফিস-ফাস-ফুস যেন কত প্রেম পীরিতের কথা কয়, ভালবাসার ভানে, ফুকুড়ী করে, তুড়ি দেয় আর তীব্র তামাসা করিয়া বলে,—"সুন্দরি, শঙ্কা কিসের? স্বাঙাতনি! সিহর কেন? সিমন্তে আরও একটু সিন্দুর পর। বালাই, বালাই! কে বলে বিনোদিনী, তোমায় বুড়া! কষের দাঁতত তোমার এখনও দেদীপ্যমান;—সামনের কটা তা নয় সোণা দিয়া বাঁধিয়ে লবে। বসো লো বোসো বরমাল্য দিই; আরও কিঞ্চিৎ বাতাস খাও; আমি তোমার শৈত্য সৌন্দর্য্য হরণ করি কে বলিল? বসো, আরও একটু হাওয়া খাও, শুষ্ক শরীর সতেজ হবে, তোমার যৌবন-ভাটায় আবার ভরা জোয়ার আস্‌বে।"

আহা! শীতের প্রাণে আর কত সয়! নব্য বসন্ত বাবুর এ বিদ্রুপ বিগত-যৌবনা শীতের বস্তুতই অসহ্য! বৃদ্ধা অতীত গৌরবের বৃথা গরিমায় গর্জ্জিয়া বলেন;—"বাঁদর ছোঁড়া! আমি তোকে হোতে দেখ্‌লুম, আমায় কিনা বিদ্রুপ!! আমার আসন্ন কাল এসেছে, তাই বুঝিরে তোর এত আস্পর্দ্ধা; যমের

অরুচি! অধঃপাতে যাও। কাল, শীঘ্র, তোরও এইরূপ অন্তর্জলি করুন।”

ইয়ারকি দিবার আর জায়গা পেলেন না, পোড়া কপালীর ছেলে! তাই এইখানে টপ্পা গেয়ে, আমায় টিট্‌কিরি দিতে এসেছেন! মরণ আর কি! কেন, যা না, তোর কালামুখো কোকিল আর কলঙ্কিনী কোকিলার কাছে! কালামুখো কুহু কুহু কপ্‌চাচ্ছে, আর কালামুখী নীরব তাচ্ছিল্যে আমার দুর্দ্দশা দেখ্‌ছে, আর দেমাকে ফেটে মোর্‌ছে!”

“এ সবই ত এই ছেঁচড়া ছোঁড়ার কাজ! রোদে পুড়ে মোর্‌ছেন, আর আমার কাছে এসে রসিকতা কোচ্ছেন। ওরে অল্পায়ে, এ অহঙ্কার আর অধিকদিন নয়। অতি বাড় বাড়িয়েছ, বজ্রাঘাত শীঘ্রই হবে। হবে হবে হবে। আমি শীত অভিশাপ দিচ্ছি, সজ্‌না-খাঁড়া খেয়ে, তুই খানেখারাপ হবি। ডাঁটা পাকিলেই তুই ভ্যাক্‌রা, ভ্যাক্‌রা-মরণ মর্‌বি। আম জাম কি পাক্‌বে না? যাম খেয়ে কোয়েল কালামুখোর যক্ষ্মা হবে; গলার সুর গোল্লায় যাবে। যাবে যাবে যাবে। তিন সত্যি,—প্রাতঃ বাক্যি! গ্রীষ্ম আর বর্ষা এসে তোকে কোন্ দিকে ভাসাবে, তা জানিস?”

শ্রীমতী শীত ঠাকুরাণী একটু থেমে, ঠাণ্ডা হ’য়ে, দম ধ’রে, চিত্তবেগ যথাসম্ভব সংযত ক’রে,—বৃদ্ধা বৈষ্ণবীবৎ সংসার-বৈরাগ্য-বিভাসিত স্বরে, আবার কহেন;—“তা, এ বয়সে ৺বারাণসী-বাসই আমার বিধেয়। আমি এখন কাশী, কাঞ্চী, প্রয়াগ, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, কনখল, হরিদ্বার, দ্বারকাদি তীর্থে ভ্রমিব। তীর্থ-বাসে হবিষ্যাসী হইয়া, আমি বৈশাখ অবধিও থাকিব। প্রাতেঃ ও সন্ধ্যায় পুণ্যাত্মা পশ্চিমে হাওয়া আমার পরিচর্য্য করিবে।

তুমি দুঃশীল দক্ষিণানীল যে কয়দিন বাঁচ, বঙ্গদেশের বাঁশ-বাগানেই, বাস কর, আর লোকের আনাচে, কানাচে, আঁদাড়ে পাঁদাড়ে, উৎচ্যাঙড়া ছোঁড়াদের মত বাঁদরামি করিয়া বেড়াও।"

"আমার মহাআগমনেই, বৃটিশ বাদসাহের রাজ দরবার, শৈল হইতে, সমতলে নামিয়াছিলেন; আমার সহবাস-সুখেই বাঙ্গালীর বাঙ্গলা সহর শোভন করিতেছিলেন। এখন আমি হিমালয়ে যাইতেছি, দেখ দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ দরবার আমার পাছে পাছে, দৌড়িতেছেন; আমার সঙ্গে সঙ্গেই সীমলা-শৈলে উঠিবেন।

"চল্লুম গো চল্লুম; আমি আমার দরবার, থিয়েটার, বলবিলাস-সারকাশ নিয়ে চল্লুম। আমি আমার পিঠে, পুড়িং, কবি কড়াই-সুঁটি-কমলা-নেবু নিয়ে চল্লুম। কাবুলি-মেওয়ার বাজার আঁচলে বেঁধে নিয়ে চল্লুম। আমি আমার এলবাক পোবাক ঐশ্বর্য্য নিয়ে চল্লুম। শোভা-সৌন্দর্য্য-বাহার, সোহাগ সুখাদ্য-সম্ভারের ব্যাগ বগলে করে ছুটলুম। তোমার তরে নয়, আমার সময় হয়েছে, তাই চল্লুম। তুমি সহরেতে শ্মসান আগলাও। বসন্ত-বিদগ্ধ বাঙ্গালার বুকে বিড়-ম্বনার বেল ফুল ফুটাও। মশা আর মাছির মহোষধের জন্যই মরি মরি! তোমার মলয়ানীল। থাক, তুমি থাক। সুখে "খস খস" খাও। রোদ-পোড়া পীরিতে পোড় আর পোড়া-কপালীদের কপাল পোড়াও। আমি চল্লুম।"

বে-আদব বসন্তের হাওয়া শীতের এই শেষ বিদায়ের সময়েও তাঁর ছাড়ে না। আরও একবার রস-ভরে তাঁর রেজাই ধরিয়া-টেনে বলে,—"ছি ছি সুন্দরী, যাবে কেন? সেও কি কথা? এও কি হয়? সাহেব সহবাস তোমার এইখানেই

হবে। আমার বাবু বেশ দেখে তুমি বিরক্ত হোচ্ছ; তা বুঝছি। দাঁড়াও দাঁড়াও আমি সাজি সাহেব।"

শীতের গায়ে, ধূলি মিশ্রিত খানিক রৌদ্র ঢালিয়া দিয়া বে-আদব আবার বলে "সুন্দরী পর এই ধুপছায়া চেলি,—কাশ্মিরার কুর্ত্তি এখন খোলাই ভাল। আমি বার বার বোলছি, সর্দ্দির শঙ্কা কিছুমাত্র নাই।"

"আয়ি, আহা দেহ খানি যে হাওয়ায় দুলছে! মরি! মেরজাই মোড়া-ঢাকা এত মাধুরীও ছিলরে! পৌষের পায়েস পিষ্টকের বুঝি পোষ্টাই এই! আহা, কে তোমায় এমন তছ-রূপ কোল্লে? অবশ্য আমি নই। তা সবুর কর, শীঘ্রই সুধ্‌রে উঠ্‌বে। শরীরং ব্যাধি মন্দিরং" বই ত নয়!

"আমার আলয়ে থাক; ফুলের মধু-টধু খাও, দিনেক দু'দিনে তাজা হয়ে উট্‌বে! চিবুক চুপসেছে, তা চোপসাক; আমি পুষ্প-পাউড়ারে উহা পুরন্ত করে তুলবো। পাট কোল্লে সোণা ফলে, তোমার বিগত-যৌবন ফির্‌বে না,—বিধুমুখী!"

শীত এ কথার কোনও উত্তর না দিয়াই, সটান উত্তরমুখে, ধাবমানা। ফাল্গুনের হাওয়া ফুর-ফুর-ফুর, চিত্ত-চাপল্যে চৈত্রে উপস্থিত; অনাবিষ্ট, অর্ব্বাচীণ, বাতায়নের বসন উড়াইয়া, উঁকি মারে,—দখিনে দম্‌কা বহিয়া দ্বার খুলে,—দেখিতে না দেখিতেই দীপ নিবায়; সংবাদ পত্রের কাপি উড়াইয়া সম্পাদককে দায়গ্রস্থ করে,—ধোপ কাপড়ে ধুলা ছড়াইয়া সুন্দরীকে দেক্ করে। সে ঘূর্ণ বহিয়া, নব বধুর ঘোমটা খুলিয়া মুখ দেখে, নির্লজ্জ লজ্জাশীলাকে লজ্জা দেয়। বেহায়া-পনার বিরাম নাই। বে-আক্কেল বায়ু, এক দিকে, অব্যক্ত-বদনা বধুর অবগুণ্ঠন

উড়ায়, আর এক দিকে, ব্যক্তবদনা বিবিকে ঘোমটা পরায়। বিবি ঘোমটা দেন বসন্ত-বায়ু-বিতাড়িত বালির দায়ে। ছি ছি! কি অসভ্য এই ছোকরা-সমীরণ! সে, স্বচ্ছন্দে সুন্দরীর শতবার বিধৌত, সাবান সম্মার্জ্জিত মুখে, ময়লা মাটী মাখিয়া দেয়; মানা করিলে শুনে না; বলে "আমি বাতাস, বেকুব নহি। বিধুবদনের মর্ম্ম বিলক্ষণই বুঝি; তবে একটু ধূলা বালি উড়াই বটে; তা সে রূপের খোসার করিতে নয়; রূপসীকে খুসী করিবারই জন্যে।"

বেআড়ার সকল বিষয়েই বিদ্রুপ আর বেহায়াপনা। শীতের যাওয়ার পর এই হাওয়া, 'বেগুনের বুকে ঢুকে' বেগুনকে বিড়ম্বিত করে, আর বিড়ম্বিত করে, শুনিতে পাই নাকি বিরহী ও বিরহিণীকে! বেগুন পাকে, বিরহী-বিরহিণী পোড়েন, ব্যবচ্ছেদ করিয়া উভয়েরই বুকে থার পাওয়া যায়। কিন্তু বেগুন অতি তুচ্ছ পদার্থ; আহার ব্যতীত কখনও কবির আলোচ্য নয়। সুতরাং কোনও কবি কখনও বেগুনের গান করেন না। পৃথিবীর কোনও কাব্যে বেগুন বিষয়িণী কবিতা দেখি না। বসন্তের বাতাসে, কবি বেগুনের গান করেন না,—বিরহ বেদনার ব্যঞ্জন রাঁধেন। কিন্তু এক্ষেত্রে, এত বিলম্বে পুরাতন নূতন কোনও কবিকে যদি ডাকি, পুঁথির পাতায় কুলাইবে না। কিন্তু, এই হাওয়ার একটা কথা কহিতে ভুলিয়াছি। সে বলে "আমি বাতাস বড় লঘু বটে; কেননা আমি বালক বালিকার ঘুড়ি উড়াই; কিন্তু বুড়া বুড়ীর বাসনা বুকে করিয়াও ত আমি উড়ি। ঘুড়ির লক অপেক্ষা বাসনার সূত্র যে বিস্তর বাড়িয়ে যায়। আমি বাতাস লঘু বটে; কিন্তু মানুষ-পতঙ্গ যে বাতাসের আগে উড়ে! লঘু কে? অশিষ্ট কে? আমি কি একাই অশিষ্ট?

চতুর্থ স্তবক।

বঙ্গাব্দ বিলাপ।

বঙ্গাব্দ ১৩০৮।

আমি ১৩০৮ এলুম। কিন্তু, দাঁড়াই কোথায়! এ দারুণ দেশে দাঁড়াইবার স্থানটুকুও নাই ত দেখিতেছি। যাই কোথায়!

আমি বঙ্গাব্দ। কেবল মাত্র বঙ্গেই আমার অধিকার। বঙ্গ হইতে আবার বিহার, উড়িষ্যা, আসাম অঞ্চল বাদ।

বিহার, উৎকল, আসাম ওগয়রহ খারিজ বেরিজ দিয়া, বঙ্গভূমির যতটুকু বজায় থাকে, ততটুকুরই আমি এক-সনা ইজারাদার। সে কত টুকুই বা!

তা ততটুকুতেই বা আমার পুরা অধিকার কই! মহাল মজকুরের প্রায় নিম্পা-নিম্পি এলাকায়, অপরাপর কয়েক সন্ সন, অনধিকারে, আপন আপন কোট-কেনা সত্ব কায়েম করিয়া, তাহার মাল ও মোৎফারাক্কাত চাকলাজাত, ইত্যা-গ্রেই দখল করিয়া বসিয়াছে।

কোথায়ও শক, কোথায়ও সংবৎ, কোথায়ও ফশলী, কোন খানে হিজরী, কোন খানে মগী, কোথায়ও বা বিলায়তী, কায়েম-মোকাম হইয়া, কার্য্য করিতেছে। তাহার উপর, আবার ইদানী, খৃষ্টাব্দ আসিয়া, এ পক্ষের আইন সঙ্গত এস্ত মুরারি, পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত ইজারা এলাকার অনেক স্থানই, খাম্খা, খাস দখলে গ্রহণ করিয়াছেন।

বঙ্গের ঐ সকল পরগনাত, ডিহিজাত ও তরফান হইতে, এখন, এ পক্ষ, এক রূপ বেদখল বটে। বঙ্গাব্দের বংশ পরম্পরাগত, পূর্ব্ববর্ত্তীগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত, শুবে বাঙ্গলার ঐ সকল মহাল, মৌজা এবং মোকামতে, কোন কানুনের বা কানুনাতের কোন কোন ধারা ও উপধারা মোতাবেক,—কোন্ ব্যবস্থা বন্দোবস্ত ও ব্যবহার মোতাবেক, বেকসুর বাজে-অপ্ত করা হইল। এবং বাজে-অপ্ত করিয়া বাজেবাজে সন মজকুরকে, বাটোয়ারা করিয়া দেওয়া হইল, তাহা উপস্থিত বঙ্গাব্দ অবগত নহেন। এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীগণের কেহও অবগত ছিলেন না। কেননা, এ সম্বন্ধে কখনও কোনও নোটিশ অত্র সেরেস্তায় পৌছে নাই; পরন্তু, উহা অত্র এলাকার সদর ও মফঃস্বল কোনও মোকামে কখনও জারি করার প্রমাণ নাই।

অতএব, আবশ্যক যে, ঐ সকল বাজে-অপ্তি মহালে, এ পক্ষের অনুকূলে, দখল দেহানী দেওনের ব্যবস্থা হয়। তাহা একান্ত অসম্ভব হইলে, অন্ততঃ মহাল হায়ের হারাহারি মতে, এ পক্ষের অনুকূলে, মালিকানা মঞ্জুর করা মোনাছেব হয়। অন্যথা, অত্র বঙ্গাব্দ, অগত্যাই উপযুক্ত আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীগণ, এ সম্বন্ধে, শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন বলিয়া, তিনিও যে তদ্রূপ করিবেন, তাহার কোনও কারণ নাই। তামাদি সূত্রে তিনি বাধ্য হইতে পারেন না।

বঙ্গ দেশে, অপরাপর অব্দের অধিকৃত স্থান সকল বাদে, বঙ্গাব্দের খাস অধিকারে যে যৎসামান্য জায়গা অবশিষ্ট আছে, তাহার অধিকাংশই খিলা; কতকাংশ মাত্র হাসিলা।

প্রকাশ থাকে যে, খিলা অংশ হাল খিলা নহে। তাহা পড়ন্তি কদিম। গুজস্তা সাবেক শিকস্তি, ফৌতি, ফেরারি ও নাজাই জমা জমিনের একজাই মাত্র। কাযেই, তাহাতে জোত আবাদ গয়ের মুমকিন। গত কয়েক সনের কেদাস্ত্রাল সারভে ও ইমসনের আদম সুমারির সরকারি কাগজাতে হইতেই অত্র অবস্থা ব্যক্ত হইবে।

পরন্তির পোলির প্রলোভে, নিঃস্বের নয়াবাদ সূত্রে, সময়ে সময়ে, যদি বা কখনও কোম্পানীর আমলের এই কদিমি পতিত যৎসামান্য পরিমাণে উঠিত হয়, তাহা অতীব অস্থায়ী ঔঠবন্দী জোত মাত্র। সম্বৎসর প্রায় কোন জোতদারেরই পার হয় না। তেমাহি ছেমাহি শেষ হইতে-ন-হইতেই, হালিয়ার হাল গরু গোল্লায় যায়, দোকানীর দোকান পাট নিলামে উঠে; সাপ্তাহিক ও মাসিকের বর্ণাকুলর সম্পাদক ও প্রকাশক প্রেস-ওলার পেষণে, কাগজ ও কালী-ওলার কষণে তথা জঠরা-নলের দংশনে, দেখিতেই দেখিতেই, সাহিত্যিক দুনিয়া আঁধার করিয়া, সটান মহাপ্রস্থানে, গমন করেন। নূতন খাতা খোলা হইয়া তোলাই থাকে, বা বেনে মশলা বুকে করিয়া পাক-শালায় পলায় বা টিটাগড়ের কলে যাইয়া প্রাণ ত্যাগ করতঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে। তাহা আর আমার ব্যবহারে আসে না। আমিও তাহার ব্যবহারে আসি না।

তাহার পর, আমার হাসিলা তরফানের অবস্থাও তথৈবচ। নেহাত্ত নাজাই; কেবল নবেস্তাই নহে; গুজস্তার অবস্থাও গয়ের মোনাছেব। ৩০ চৈত্রের জেরে, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় অবধি, গত বর্ষের বাশি মড়া আগলানের পর, শ্রাবণে ভাদ্রে বৈশাখ

সুরু হইয়া, প্রাপ্ত-যৌবন সচল সাবালক বর্ষের শেঠেড়া পূজার শুভ পুণ্যাহ হইলেও, জমিদারের সেরস্তা খানাও আর আমার সবখানি নাই। ছোকরা বাবুরা পিতৃ-শ্রাদ্ধের সঙ্গে; পৈতৃক সনটাকেও বাজে খরচের মধ্যে ফেলিয়া, বরখাস্ত করিয়াছেন। আমি বাজে দপ্তরে আর দাখিলার মুড়িতেই আধ মরা হইয়া বাঁচিয়া আছি।

পল্লী-প্রদেশ দুর্ভিক্ষে দহ পড়েছে। দাখিলা লইবার লোক নাই;—লিখিবারও আবশ্যক নাই। পাড়া গাঁয়ে, আমি নব বঙ্গাব্দ, না এলেও এবার চলিত। সে অঞ্চলে ভাতও নাই; জলও নাই।

তাই, সহরে এলুম। যদি বলিলে বে-আদপি না হয়, তা'হলে, তোমাদের এই রাজ ধানী সহরখানি, আমার আর এলাকা ভুক্ত বটে।

তবে, যদি বল, কলিকাতা বঙ্গদেশের ভিতর নয়,—কোন দেশেরই ভিতর নয়;—বিশ্ব সংসারেরই বাহির। কাশী যেমন শিবের ত্রিশূলের উপর রহিয়াছেন; কলিকাতা তেমনি, সাহেবের বাঁটুলের উপর বিরাজ করিতেছেন। তাহা বলিলে আর কথা কি!

কিন্তু, কলিকাতায় আসিয়াও ত দেখিতেছি, "সো পাপিষ্ঠ স্ততো ধিক।"

আফিস অঞ্চলে আমার অধিকার নাই। বড়বাজার অঞ্চলেও আমি "হংস মধ্যে বকো যথা"। এ সব দিকে, অধিকার ত অনেক দূরের কথা, আমার অস্তিত্বই নাই। আমি একেবারেই অপরিচিত। আমাকে কেহ চিনেই না অথচ আমার খাশ এলাকায় বাস করে;

হাটখোলা, বেলেঘাটা, বৌবাজার, বড় জোর নেটিব কোয়া-টারের, কতকটাতেই আমি কিঞ্চিৎ "আছি"। বাবুভেয়েরা খৃষ্ট-ভক্ত। মুদী পশারীতে তবু আমার মর্য্যাদা রাখিয়াছে।

তা, নেটিব কোয়াটারে ত দেখিতেছি শ্রাদ্ধের আয়োজন, আর শুনিতেছি কেবল "সঙ্কেত্তন"।

শ্রাদ্ধ খুবই ভাল। সঙ্কেত্তন আরও অধিক ভাল। কেন না উভয়ই উদ্ধার, অর্থাৎ উভয়েরই ভিতর হইতে উদ্ধার উদ্ভূত। কিন্তু, একে পীণ্ড এবং অপরে মালসী ভোগ মজুত থাকা চাই। অভাগ্য, এই সহরে, সেই বিশিষ্ট বস্তু দুটীরই অত্যন্তাভাব দেখিতেছি। এটা তের শত অষ্টের নিজেরই অদৃষ্ট। নহিলে আর এত শ্রাদ্ধেও পীণ্ড নাই! ম্যুনিসিপাল শ্রাদ্ধ, স্বায়ত্বশাসনের শ্রাদ্ধ, স্যানিটারী শ্রাদ্ধ, সংবাদ পত্রের শ্রাদ্ধ, বঙ্গ সাহিত্যের শ্রাদ্ধ, ব্রিটিশকমিটীর শ্রাদ্ধ, এ সব শ্রাদ্ধ যাউক, ভারতে-শ্বরী ভিক্টোরিয়ার শ্রাদ্ধেও একটা ফলার জুঠিল না! আর এত সঙ্কেত্তনেও এক ছটাক সরবৎও বর্ষে না। সে সময় মহাসাগরও শুকিয়ে যায়। রাজা মহারাজার ভাণ্ডারেও চিনি থাকে না। হায়রে ভাগ্য!

"উদ্ধার" অনেক কাল থেকেই পেশ আছে। ভারত উদ্ধা-রের সঙ্গে আত্মার উদ্ধার মিশেছে। কংগ্রেসী উদ্ধার ও কীর্ত্তনী উদ্ধার উভয়েই আমি রাজী আছি। উভয়ই আমি মঞ্জুর করি-তেছি। কেবল কিঞ্চিৎ ভুজ্যান্ন চাই। ভারত উদ্ধারের অগ্রে পরাত্মার উদ্ধারটা হইয়া গেলে, সেটা চাহিব না। তাহার কোন উদ্ধারটা অগ্রে আর কোনটা পশ্চাতে হইবে, সেটা ঠিক ঠাওর করিতে পারিতেছি না। তা, যেটাই হউক, ঠকা একটাতেও হবে না।

ম্যুনিসিপাল পঙ্কফুলীর সীমায়, পা দিতে দিতেই, সহরের শ্মশান—শঙ্খ ও সৎকার-সংকীর্ত্তন আমার কাণে গিয়াছিল। কাণের প্রাণ খানাকে ময়দা পেষণ পেষিয়া দিয়াছিল। প্রথম চোট কি না, একেবারেই অভ্যাস ছিল না কি না তাই একটু বেজেছিল এখন কর্ণকুহর ক্রমে কায়দা হইয়া আসিয়াছে। সহরের আব-হাওয়ায় ভক্তির মাত্রাও মোনাছেব মত ভরকাল হইয়া উঠিয়াছে।

সহর প্রবেশের প্রথম দিন শঙ্খ ও সঙ্কেত্তনের তোল পাড়ে, মনে হইতেছিল, এই সহরখানা মরার পর ভূত হইয়াছে নাকি, তাই শাঁখ বাজিয়ে আর "কেত্তন" গেয়ে, ভূত তাড়াচ্ছে!

তোপ পড়িতে-না-পড়িতেই শাঁখ! কেত্তন তার ত কথা নাই। শাঁখ ত শাঁখ; কোন বাড়ীই ফাঁক নাই। পাড়ায় পাড়ায় পাঞ্চজন্য নাদ, প্রত্যেক তোপের পশ্চাতে, ধাইয়াছে। কিন্তু, শুধুই শঙ্খ নাদ। তাহার সঙ্গে, একমাত্রা হুলুধ্বনিও নাই। সহর-বাসিনী ঠাকুরাণীরা, এ সম্বন্ধে, কেন এমন উদাসিনী, অমনোযোগিণী, বুঝিতেছে না।

কিন্তু, শাঁকই বাজাও আর "জয় জোকারই" দেও আর সঙ্কীর্ত্তনই গাও, এ পোড়া জায়গায় ত পা বাড়াবার যো নেই দেখছি। সোহাগিণী সুন্দরীরা ত সহরের সুখ সৌন্দর্য্য সৌরভের খুবই মালসাট মেরে, পাঁচা করে গেলেন;—ঐ শীত সুন্দরী ও বিডন বিবির কথাই বোলছি; তাঁদের সঙ্গে বসন্ত বাবুও আছেন;—তাঁরা ত সহরের শ্রীবৃদ্ধির সীমা দেখ্‌তে গেলেন না। কিন্তু, আমি নূতন বৎসর বেচারী, এই

বাঙ্গালী পাড়ায় ক্ষণও দাঁড়াইবারও একটু বিশুদ্ধ স্থান দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

দশ দিকে দুর্গন্ধ। রাজ-পথ নোংরা। নেটিব কোয়াটার খানায় আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্তই নরকময়। প্রতি গৃহের সম্মুখে এক একটী পর্ব্বত প্রমাণ আবর্জ্জনা স্তূপ;—তাহার মধ্যে নানা-রঙের ও নানা রকমের নোংরামি ও স্তূপ, দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি, পড়িয় পড়িয়া পড়িয়াই আছে। পচিতেছে, সড়িতেছে, খসিতেছে, ভিজিতেছে, শুকাইতেছে, প্রতি নিশ্বাসে, বাতাস বিষাক্ত ও আকাশ কলুষিত করিতেছে; কিন্তু স্বস্থান হইতে নড়িতেছে না। অভিনব উন্নত ম্যুনুস্‌পাল মদনগোপালদের ব্যবস্থায়, স্ব স্ব স্থান এস্তমুরারি অধিকার করিয়া আছে। আবর্জ্জনা জঞ্জালের উপর আবর্জ্জনা জঞ্জাল আসিয়া পুনঃ পুনঃ পুনঃ পড়িতেছে, কিন্তু, নড়িতেছে না।

নেটিব সহরেরর গৃহ সম্মুখস্থ এই সকল পর্ব্বত, নানা জাতীয় উপকরণে ও আঁছলায় নির্ম্মিত। উদ্ভিজ্জ, জান্তব সর্ব্ববিধ পলিত পদার্থই এই সকল পর্ব্বতের আয়তন বর্দ্ধিত করিয়াছে। মরা বেরাল, আধমরা ইন্দুর, পচা ছুঁচা, এঁটো পাতা, নোংরামি মাখা, ভাঙ্গা অভাঙ্গা গেলাস খুরি, ন্যাকড়া চোকড়া, কি নয়?—নোংরামির এক একটী নিধি, এক এক খানি এন্সাইক্লোপিড়িয়া রাজ-পথের প্রত্যেক পদ-ক্ষেপে বিরাজ করিতেছে। তদুপরি, প্রচ্ছন্ন ও পলিত পয়োনালীর পরম রমণীয় মলয়ানীল অদৃষ্টবৎ অজ্ঞাতে আসিয়া, নাশা রন্ধ্র পরিপূর্ণ ও পরমাত্মা পুলকিত করিতেছে। ইহা সহরের সুসংস্কৃত স্যানিটারী লাবণ্য!

দক্ষিণে লেডী প্লেগ, বামে ওলা বিবি; সম্মুখে শীতলা

দেবী! নেটির সহর তুমি সুস্থ থাক!—শাঁখ বাজাও আর সংকীর্ত্তন গাও!

তা এ অবস্থায়, আমি যাই কোথা! দাঁড়াই কোথা! দু দণ্ড, দাঁড়া'বার জায়গাই, যেখানে নেই, সেখানে বারখানি মাস বাস করি, কি করে!

তা, ১৩০৭' হেতায় থাকুন। আমি চল্লুম।

১২০৭ হেথায় থাকুন। ১৩০৬ আবার আসুন। ১৩০৫ পাল্টা ফিরুন। "বার শত"ও বাছড়িয়ে এসে আবার আসর লউন। ক্রমে, একাদশ, দশামাদি শতাব্দীরও "দ্বিরাগমন হউক। আমি যাই।

আমি যাই। এই বাঙ্গালী-জাতির মত, বাঙ্গালীর এই বাঙ্গলা দেশের মত, রাজধানীর সহরের মত, বাঙ্গালীর বাঙ্গালা সন এবং সময়েরও উল্টা দিকে, উন্নতি হউক। আমি চলি।

বৈশাখ, না-যেতেই, আমি যাই। বালক বৈসাখকে ক্রোড়ে করিয়া কাল-চক্রেই যেয়ে, আমি আবার উঠি। চক্রচ্যুত চৈত্র, তাহার চিতার ভিতর শুইয়াই, সময়-স্রোতকে পশ্চাৎ দিকে চালিত করে, লয়ে, যাউক।

চুর্ণ বিচুর্ণ, চিতাগত, মৃত বিস্মৃত কাল-প্রবাহ, তাহার কবর হইতে উঠিয়া বসুক, তাহার শুষ্ক, সমভূম খাদ, পুনঃ খোদিয়া খোদিয়া, বঙ্গদেশে আবির্ভূত হউক। কবর-শায়ী কাল, আবার তাহার আইন কানুন জারি করিয়া, এই কলিকাতাকে শাসন করুক। আমি যাই। আমার অগ্রবর্ত্তী যাঁরা আছেন, তাঁহাদেরও, যেয়ে, আসিতে নিষেধ করি।

উত্তর কাল নিবৃত্ত হউক, পূর্ব্ব কাল, পুনঃ প্রবৃত্ত হউক।

কেন সেই-ই ত ভাল। সেই "Good old days!" তাহারই জন্তে না তোমরা সকলে সর্ব্বদাই কাঁদা-কাটা করে, থাক?

Good old days আবার জেগে উঠুক। Bad New days বিদায় ত চাচ্ছে।

Good old days! - অত্যুত্তম অতীত কাল!!

আহা! এস এস এস "অত্যুত্তম অতীত" আবার উলটিয়ে, এস। পালটিয়া, নেউটিয়া এস আবার সুখের সেই "সে কাল।"

তোমার শুভাগমনে, পুনঃ এই সহর সুন্দর বনে, সজ্জিত, শোভিত, পুষ্পিত মুকলিত, সংস্কৃত সমুন্নীত হউক!

রয়াল বেঙ্গল টাইগার, বেল ভেদিয়ার গদি অধিকার করুন। এবং বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়ট-সৌধের সমুন্নত, সুমার্জ্জিত সুসজ্জিত কক্ষে, কেঁদো কৌন্সিলের সজীব সদস্তে পরিপুষ্ট ও পরিবেষ্টিত হইয়া, বঙ্গস্থানের শাসন পালন ও উন্নয়ন বিষয়ক বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করুন। স্থলচর, জলচর নভচরাদি নিয়োজিত ও নির্ব্বাচিত মেম্বর মণ্ডলীতে সে মহা সভা সমালঙ্কৃত হউক।

গবর্ণমেণ্ট প্যালেস, সংসার সাম্রাজ্যের সিংহ-প্রতিনিধির পরিবর্ত্তে, অরণ্য সাম্রাজ্যের স্বয়ং সিংহ, সগণসহ এসে, উপভোগ করুন। সত্য ও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ সিংহের পদ-স্পর্শে, "থ্রোন-রূমে" সুরক্ষিত ভারতীয় রাজ-সিংহাসন হইতে, সে কালের "সুবর্ণ যুগের স্বর্ণ-রশ্মি সদা প্রতিভাত হউক।

"ফোর্ট উইলিয়ম" কেল্লা পশুরাজের প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত পঞ্চ-বিংশ অক্ষৌহিণী সেনানী বাহিনীতে পরিপূর্ণ হউক।

হে, পুণ্যময়, পীযূষ-প্রাবী লোক-প্রিয় পুরাতন কাল, পুরাতন ব্রাহ্মণ, তুমি পায়ে পায়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছ, পূর্ণ মাত্রাতেই,

প্রত্যাবৃত্ত হও। হইয়া, অতীতের অতি জীবন্ত ঐতিহাসিক ঐশ্বর্য্যে, অভিনব "ভিক্টোরিয়া হল" অলঙ্কৃত উজ্জলিত কর। আমি পলাই।

সম্মুখে ঐ ম্যুনিসিপাল মাণিকদের মহা মজলিস্ আরও অধিক মস্‌গুল হউক। সুন্দরবনের সুনির্ব্বাচিত, সুদক্ষ ও সুবিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ, উহার প্রত্যেক আসন অলঙ্কৃত করিয়া, খর ক্ষীপ্রতা সহকারে, সহরের স্যানিটেশন, সুগন্ধ, স্বাস্থ্য এবং সুখ; শোভা সৌন্দর্য্য এবং কার্য্য সৌকার্য্য অতিমাত্রায় অগ্রসর করুন।

মেকেঞ্জির ম্যুনিসিপাল কানুনে, রোগ বালাই দুর্গন্ধি এক দৌড়ে পলাইতে পলাইতে, পথে পড়িয়া গিয়াছে। প্লেগ-পঙ্ক-পচানী প্রায় নাই, বসন্ত কলেরা, ক্লেদ এবং কলতানি কলিকাতা হইতে ক্যামস্কাটকাভিমুখে সটান ছুটিয়াছে। আমিও সেই সঙ্গে সঙ্গে ছুটি।

পঞ্চম স্তবক।

শৈবাল বিধবা।

প্রিয় কৌতুক,—

সংপ্রতি সহরের শৈবাল বৈধব্য উপস্থিত। 'নিদাঘের নিষ্ঠুর তাপে সহরেব শীতের সে সোহাগ সাফ শুকায়ে গেছে' সীমন্তে সিন্দুর টুকু অবধি নাই। ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানীর ক্যয়েই এখন আধ-বৈধব্য দশা। শৈল-বাসিনী, স্বামিবিচ্ছিন্না শ্বেতবধূদের মত, শীত-গৌরবিণী-এই সহর এখন "গ্রাস উইডো"। বিশোষ্ঠী এখন

বিরহবিধুরা, সমতলস্থিতা "শৈবাল-বিধবা"। যদি একান্ত অরুচি না হ'ত, তা হলে এই নৈদাঘী কলিকাতাকে, আর একটা উপমায় উপনিত করে, কথাটা আর একটু "প্রাগ্রল" করা যেত; কিন্তু সে প্রলোভন পরিত্যাগ কোর্ত্তে হোচ্ছে।

বসন্তের সঙ্গে বিরহের যে কি অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, তাহার দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত, স্বয়ং এই কলিকাতার সহর। বসন্ত আসিতেই, ইহার বিরহ আরম্ভ হয়, বসন্ত এসে ভাল কোরে ফুল ফোটাবারও ফুরশত পায় না। এ নিদাঘে হায়। নিতম্বিনীর কি বিড়ম্বনা! শীতের সে শোভা নেই, সোহাগ নেই, সে সুইটনেস নেই, সে সবুজ সৌন্দর্য্য নেই, সে "সারকাস" কেক "স্কেটিং প্রেম-পিক্‌নিক, কিছুই নেই,—সে "বল," সে বাহার, সে "চিয়ার" সব একসা অন্তর্হৃত,—চন্দ্রাননের চটুল কটাক্ষ "চুপ্‌সে" গেছে;—আজ "রয়ালের" ঐ (Nautch girl) নর্ত্তকীবালা, সীমন্ত-সিন্দুরের কেবল পূর্ব্বস্মৃতি। সে স্মৃতিও হায়! সপ্তাহে বিলীন। "বে এ—এ—ল ফুল" আর "ত—প—প—সী—মাছ" 'এয়োত্ব' রক্ষণের নেহাত নিরামিষ মুষ্টিযোগ। ষড়রসের ভিতর, এ ক্ষেত্রে একমাত্র অম্ল রসেরই দেখ্‌চি আধিক্য;—সেটা কিঞ্চিৎ পিত্ত-সংযুক্ত-প্রযুক্ত বিচিত্র বটে! ইহা অম্ল 'শান্তরস'। কাব্য-রস আবার ছয়টাকেও "সামাই থায় নাই"; দুয়-তিন নয়টার মধ্যে এখন কেবল "করুণ" এবং আর দুইটা অতিরিক্ত "কুৎসা" এবং কেলেঙ্কার "প্রেজেন্ট"। সহরে, সম্প্রতি, প্রজাপতির এবং প্লেগের প্রকোপ সত্ত্বেও, অম্ল-রসের খুবই অভাব। করুণ-রস কলিকাতার পারে এবং বাহিরেও "ক্রুষ্ট" কোচ্ছে। ট্রামকারে, কেরাণীর ঘরে, মারচেন্টের মন্দিরে, তথা চাউলের বাজারে,

করুণ-রস ত আছেই; সম্পাদকের দপ্তরেও তাহা কুৎসা ও কেলেঙ্কারি রসে মিশ্রিত হইয়া, এখন দস্তুর মত "হাজের"। বঙ্গেশ্বরের "শফরে" ষোলআনা রকম সে পদার্থের উপস্থিতি। বালিয়াঘাটার বাবাযের গোলা হইতে বড় লাটের "বিজনেস" বৈঠক পর্য্যন্ত, পরন্ত হাকিমদের "এজলাস" হইতে হরিনবাড়ীর হাজত এবং হাড়কাটার গলি পর্য্যন্ত এবং প্লেগ হাঁসপাতাল হইতে সাহিত্য পরিষৎ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই সেই করুণ-রস। করুণা টুকু কিন্তু 'নিরেট,' "করুণ" নিঙড়ে নিঙড়েও এক ফোঁটা "লিকুইড" পাবে না। তবে আমাদের লোকপ্রিয় লাটসাহেবদ্বয় অকরুণ অন্ন-কষ্ট নিবারণের অতীত উপায় যশস্কর "কেন্দুর" রসের পরিবর্ত্তে, অন্ন-রস দিতেছেন; ইহাই আপাতত একটু লিকুইড। এবং পরিষদের সাম্বৎসরিক শরবৎ এবং সঙ্গীতও এ সময়ে কিঞ্চিৎ লিকুইড বটে। এবং তাহাই রিলিফ ও রক্ষা। নহিলে, উহার দ্বাদশ মাস ব্যাপী নিছক "সলিড"—উহার পুটপাকের অথাই পাণ্ডিত্য, অগাধ প্রত্নতত্ত্ব ও "প্রশস্তি" ও যত ইতি পুরাণ পুঁথি, পরিভাষা ও বচসা ও ব্যাখ্যানা ও গুরু গম্ভীর গবেষণা ওগয়রহ, প্রবীন প্রেসিডেন্টের পদ্যাবৃত্তির পরিক্রমণ ও প্রহসন সত্ত্বেও এবং সে পদ্যে কনিষ্ঠানুজ "ভাইস ভ্রাতার" কবিতাকলার কিঙ্কিনী কঙ্কন সঘন ঝুণু ঝুণু বাজিলেও, শ্রীমতী অবলা বাঙ্গালা ভাষার ও শ্রীমান অন্নক্লিষ্ট সাহিত্যসেবী বাবুগণের গলদেশে অজ্ঞাতে অকস্মাৎ পৌঁছিলে বড়ই অনর্থ ঘটাইত। তথাচ এই "একাডমি" বনাম পরিষদ প্লাস রাজবাড়ীর মাইনস সমিতি, সহরের কোন কোনও বাঙ্গালী পল্লীর তবু-যা-হয়-একটা-কিছু। এবং "লিটারারীও" বটে। কেন না, সংসারের যাহা কিছু "ননডেস্ক্রীপ্ট" তাহাই

লিটারারী। অতএব, ইহা বা ইহারা সহরের লিটারারী বা সরাসরী সম্মিলন স্থান। মাসের একটা রবিবারেও একটু রোশনি দেখিয়ে, সহরের শৈবাল বৈধব্যের কিছু হ্রাস করে। ইহাও বিস্তর। বাঙ্গালী সহরের কোন কোন পল্লীতে এমনতর এক একটী আছে। আবশ্যক কেবল এক এক ছটাক সমবেদনার সহৃদয়তার ও সারল্যের।

রাজপ্রতিনিধিগণ প্রবাসে, কাযেই রাজনীতির নৈশ অবস্থা। প্রজা পলিটিকসের স্থানীয় সংস্থান, "ভিক্টোরিয়া হল" তাহাও এখন বাশি হয়েছে। মিষ্টার কটনের করুণা সত্বেও আসাম কুলির এক মুঠা অন্নও বাড়িল না। পেনাল প্রসঙ্গ পুঁজি ছিল, তাহাও ফুরিয়ে এল। বৃটিশ কমিটীর অন্তর্জলী উপস্থিত।

ছোট বড় লাট শৈল-বাসে; কিন্তু বিলাস-রসে মত্ত নহেন। "পর্য্যটন" ও "পরিদর্শন" নামে দুই যোড়া আরবীয় অশ্ব অষ্ট প্রহরই উভয়ের উভয় পার্শ্বে প্রস্তুত। বঙ্গের 'বাহার' জেলার ধর্ম্মাবতারগণ সদা সজাগ,—সেরেস্তা 'ইস্তিরি' ব্যপদেশে ব্যস্ত।

স্থানীয় প্রেস কেবল 'পিণ্ডরক্ষা' কোর্চ্ছে মাত্র। এঙ্গলো সম্পাদকের, এ নিদাঘে, একমাত্র আশাস্থল বিলাতী মেইল এবং দৈনিক অবলম্বন পুলিস কোর্ট। বর্ণাকিউলার বৃহস্পতিগণ, ব্যাকরণ অধ্যয়নে ও প্রাতিবেশীর পিণ্ডদানে ও উপহার নির্ব্বাচনে "মনোভিনিবেশ" করেছেন। অত্যন্ত গ্রীষ্মবিধায় সমাজ সংস্কার সম্প্রতি গা ঢাকা দিয়াছেন। নিদাঘ কর্তৃক নীতি, অতি নিকটভাবে, অনুশাসিত, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কবি কহেন;

Summer,s indeed a very dangerons season
The Sun no doubt is the prevailug reason.

নেটিব কোয়ার্টারের রঙ্গালয় অঞ্চলেই, সহরের সস্বাস্থ ও সাংশ্লেষিক অবস্থা। কি গ্রীষ্মে, কি বাদলে, এ অঞ্চল কখনও অন্ধকার নয়। আর এই অঞ্চলেই, বাঙ্গালা ভাষা ঠাকুরাণীরও এক বিন্দু গতি শক্তির ভাব অনুভব হয়। কিন্তু, শুনিতে পাই, সহর-সাহিত্যের সাধারণ তন্ত্র এলাকা হইতে নাকি ঐ অঞ্চল বাদ, উহার "সাধারণী" সংস্পর্শ-হেতু। ইহা অত্যুত্তম ও উচ্চ নৈতিক। কিন্তু, সাধারণী বাদ দিয়া কেবল সাহিত্যটীকে সাধারণতন্ত্র ভুক্ত করা যাইতে পারে কি না, এ বিষয় আমাদের উভয় একাডমীরই বিচার্য্য হওয়া উচিত, যদি একটীকে বাদ দিলে অপরটীর কিছু থাকে, এবং শুদ্ধ সেটীকে লইতে এই সহর—সহরের সামাজিক ও সাহিত্যিকগণ সম্মত হন।

কিন্তু, এ যুগে, বাঙ্গালীর কোনও সাধারণানুষ্ঠানের ও সাধারণানুষ্ঠানে বাঙ্গালা সাহিত্যের যদি আদৌ একবিন্দু, উন্নতি কোথায়ও হয়ে থাকে, সে উন্নতিটুকু কেবল নাট্যালয় অঞ্চলেই সুস্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু, এ অঙ্গের এতটা উন্নতি এ সময়ে না হইলেই ভাল ছিল।

অপেক্ষাকৃত অল্পকাল মধ্যে, বাঙ্গালা নাট্যশালা, নাট্য-সাহিত্য ও নাটকাভিনয়ের উৎপত্তি হইয়া, যে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, ইহা দেদীপ্যমান ; পরন্তু উহা হওয়াতে, যে সমাজের অনিষ্ট ও অমঙ্গল ঘটেছে, ইহাও প্রত্যক্ষ। অনিবার্য্যের নিবারণ সম্ভবেনা ; তবে শোধন যতটা সম্ভব হয়, তাহারই চেষ্টা হওয়া চাই।

আজকাল ক্লাসিকের নিতুই নবানুরাগ।—নবীন বহ্নি অভিনব অভিনব উদ্যম। নাট্যরসের কেবল উৎপাদন ও অভিনয় নহে ; তাহার আলোচনা ও উদগারও চলিয়াছে। অভিনয় মঞ্চের

বহিঃদ্বারে সম্পাদকীয় বেঞ্চ বসিয়াছে। নাট্যনীতির আগে পাছে রাজ্যনীতি ও আর্য্যনীতিও নক্ষত্রবেগে ছুটিয়াছে। নিশ্চয়ই ইহা নাটকীয় গতিশীলতা, নিশ্চয়ই ইহা "নার্ভ" সূচক। ক্লাসিক নাট্য-প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গে, কার্য্যপটুতাও বেস দেখাইতেছেন। যতই তরল এবং উদ্দাম হউক, ক্লাসিকের তলে যে এক তরুণ শক্তির অসম্বরণীয়, তীব্র ও তীক্ষ্ণ মানসিক তেজপুঞ্জ কার্য্য করিতেছে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। এবং উহার পরিপাকে, কিছু-না-কিছু অসাধারণও উৎপন্ন হইতে পারে, ইহাও বলা যাইতে পারে। —দেখিতেছি, ক্লাসিক ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী, রোমাণ্টিক বর্ণ রাগে রঞ্জিত; পরন্তু উহা রিয়ালেষ্টিক কড়া ক্রান্তির কসা মাজাতেও কম নয়। ত্রিশক্তির সমাবেশ—ত্রিপ্রণালীর মিশ্রন, মন্দ নয়। তবে, ত্রিপ্রণালীর ক্রিয়া প্রতি ক্রিয়া যখন একই প্রবাহে-প্রবাহিত; তখন ক্লাসিক কায়ায় এবং আত্মায়, ক্লাসিকত্ব ঠিক কোথায়, তাহার ভৌগলিক সংস্থান, অঙ্কুরে এখনি চিহ্নিত হইয়া থাকা উচিত; নহিলে, তাহা আবিষ্কারার্থে, কালে দ্বিতীয় কলম্বসের আবশ্যক হতে পারে।

ষষ্ঠ স্তবক।

সহর-বধূ ও গ্রাম্য-বধূ।

প্রিয় সোহাগ ;—

তোমরা সহরে বৌ। তোমরা মনে কর, সংসারে সবই বুঝি সহর; ত্রিসংসার সহরময়—স্বর্গেও সহর,—সহরই স্বর্গ আর বধূরাজ্য সবই সহর বাজারে। সহরের সুখ বিলাসের বাহিরে,

গড়ের মাঠের ও গড়পার পারে, আর হুগলী বনাম ভাগীরথীর কলিকাতা-কণ্ঠের দুধার ছাড়াইয়া গেলে, আর বধূ মিলে না; সেথায় সবই "ঝি" বধূ নাই। আর সে, "ঝি" তোমাদের সহরসেবিকা চাকরাণী ঝি; বধূ-সুন্দরীদের সুখের আর সখের জন্যই জন্মিয়াছে। তোমরা মনে কর, বধূমাত্রেই তোমাদের মত কুন্তলীন মেখে, টবে-তোলা কলের জলে 'নায়'। সাবানে, শর ময়দায়, দুটী বেলা গা রগড়ায়, দুসন্ধ্যা চা খায়, দশটা বাজিতে বামুনে রাঁধা ভাতে বসে, প্রাতে প্রাতরাশ খায়, বৈকালে বৈকালিক 'খাবার খায়' রাত্রে রুটি বরাদ্দ, সে ত আছেই। তোমরা মনে কর, বধূমাত্রেরই ঝি চাকরে কাপড় কাচে, ছেলে রাখে, পান সাজে, চুল আঁচড়ায়, বেণী বিনায়, আলতা পরায়, অঙ্গরাগ করে, অলঙ্কার পরায়; নিদাঘে বাতাস দেয়, শীতে কি করে, তোমরাই বাছা জান? তোমরা মনে কর, বধূমাত্রেই ধোপকাপড়-চিক্কণ শুভ্র বসন সদাই পরে, সেমিজ বডিসে বাহার দেয়, রুমাল তোয়ালে ব্যবহার করে, শাল-জামেয়ার ওড়ানা ওড়ায়, পায়ে পাদুকা পরে, মুখে পাউডার মাখে, বুকে (চাবি শিকলি নয়গো) চেইন চড়াইয়া ঘড়ি ঝোলায়, আর সপ্তাহে দুইবার করিয়া থিয়েটারে যায়। ষ্টার, মিনার্ভা, ক্লাসিক বধূ ঠাকুরণীদের ত রন্ধনশালা-রই সামিল। স্বগৃহের রন্ধন-শালায় "বামুন ঠাকুর" রুলে, সেথায় আগুণের তাপ, ধোঁয়ার কালি, কাজেই সে ঘর ঢোকা ত আর সাজে না।

তা, বাছা এ ত, তোমাদের হেথাকার বিধিবদ্ধ বধূ-ব্যবহার, নিত্য ব্যবহার; নিমন্ত্রণে যাওয়ার নৈমিত্তিক বাহার নয়।

উচিত কথা বোলতে হলে, বধূরা নিছক নিজেই যে এ ব্যবহার

করেন, ঠিক তা বলা যায় না ; সহরের বধূ-বিধি আর বিধাতা, তাঁহিগে এসব করায়। কাজেই বেচারীরা করিবেন কি, কিছুই ত করিবার নাই। কাজেই এ কিছু আশ্চর্য্য নয় যে, বধুগিরির গরম আর বধুগিরির গায়ের আলস্য নিবারণের উপায়ান্তর কেবল উল-বোনা, গ্রাবু-খেলা, ও নবেল পড়া ; নহিলে ঐফেন বা এসি-ডের আয়োজন করা ; তা ছাড়া আরও কি কি নাকি আছে।

বধূ-নাতিনী রাগ করিও না। এ সব তোমায় কিছু বোলছি না। বোলছি, তোমার কোন ঠান্‌দিদি ঠাকুরাণীকে। তা, যাকেই বলি, বহাত্তুরে দশা-গ্রস্থ বুড়ার কথায় কি ব'য়ে যাবে ?

এখন শুনিবে কি তুমি সোহাগ ! গ্রাম্য-বধূ কেমন ? আঁকিব কি একখানি পট ! কিন্তু এ পট তোমাদের সহরে রূপ মাধুরীর ফটোগ্রাফে রঙ করা আলোক চিত্র নয়, আর্টগ্যালেরির অয়েল পেইন্টীঙও নয়। ইহা পর্ণকুটীরের গ্রাম্য-পট। কাপড় ফর্দা নয় ; এক-গা গহনা নয়, খোপা ফিরিঙ্গি নয় ; পাউডার টেপা গাল নয় ; মেজেন্টার মাজা ওষ্ঠ নয় ; পমেটমে পেটে পাড়া টেড়ি নয় ; 'পৃষ্ঠবিলম্বিত' বেণী নয় ; সে এ কিছুই নয়। ইহার হাতে রুমাল নাই ; কটীতে কোমরবন্দ নাই ; বুকে টাইট বডির বিস্ফারণ নাই ; ইহার চক্ষে চালাকি নাই ; মুখে মৃদু একটু হাসি আছে ; তাও আবার আধ হাত ঘোমটায় ঢাকা ; তাই বোলছি বাছা, এ পট তোমাদের পছন্দ হবে না। পটখানি খাঁটী আঁকতে হলে ত ঘোমটাটীও আঁকতে হবে। ঘোমটাটী আঁকলে গ্রাম্য মোলায়েমতাটুকুও তোমরা দেখিতে পাবে না। সহর খুঁজে সে মোলায়েম, মৃদু, নম্র মুখগুলা মিলিলেও, তোমাদের সহুরে চোখে, এ চিত্র ভাল ঠেকবে না। তোমরা চোখ বোঁজো।

'চাষাগাঁয়ের এ চিত্রের দিকে চেয়ো না; চেয়ে দেখে, এখনি চোখ্‌ চাওয়া-চাহি কোরবে,—নাক শিখায় তুলে, সমালোচনায় বোস্‌বে, তা বাছা কিন্তু সইবে না। তোমাদের চুল চেরা পরখে প'ড়ে, আমার ক্ষুদ্রপটটুকু প্রাণেই বাঁচিবে না। সেটা বাছা, বড়ই বুকে বাজিবে। কিন্তু, পাড়াগেঁয়ের এ পট আঁকা বড় দায়। পটই আঁকো আর ফটোই তোলো, যাঁকে আঁকবে, তাঁর অব কাশ কালে, একবারও ত তাঁকে দেখা চাই? গ্রাম্য-বধূর এক বিন্দুও অবসর নাই। প্রাতঃকাল হইতে, নিশীথকাল পর্য্যন্ত, তিনি একটা নয়, প্রতিক্ষণেই এক গৃহস্থালীর বহু কাজে নিযুক্ত। বধূ-লক্ষ্মী, এইমাত্র, গোময়সিক্ত হস্তে, গৃহ মার্জ্জিত করিতেছিলেন, তখনি দেখি সম্মুখে বাসনের রাশি, গ্রাম্য-বধূ বাসন মাজিতেছেন, বাসন মাজিতে মাজিতেই বাহিরের আব দশখানা "বাসি পাট" সাবা হইযা গেল। পুত্রকে পাঠশালায় পাঠান হইল, গোময়েব পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া থরে থরে রাখা হইল; কাষ্ঠের সুসার হইবে। স্বামী দেবরাদির স্নানসজ্জা সজ্জিত করিয়া রাখিলেন। বধূ ঠাকুরাণী এখনি প্রাতঃস্নাত,—সিক্তবস্ত্রেই দেবগৃহে নিত্যপূজার আয়োজন করিয়া রাখিতেছেন। পুষ্পবাটিকা হইতে, পুষ্পচয়ন করিয়া আনিয়াছেন; চন্দন ঘসিতেছেন। বধূর তখনি অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি, রন্ধনগৃহে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইতেছে;—মূহূর্ত্তকেই দেখ ঐ গণেশ-জননী মূর্ত্তি,—গৃহাভ্যন্তরে শিশুকে স্তন্যদান করিতেছেন। গৃহ বাহিবে, তখনি পুনশ্চ দেখ, গ্রাম্য-বধূর জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি—জন মজুর-দিকে তৈল জলখাবার দিতেছেন। দিবা তৃতীয় প্রহর হইয়া গিয়াছে; গৃহের সকলেরই আহার হইয়া গিয়াছে, হয় নাই কেবল অন্নপূর্ণার। গৃহস্থালীর একমাত্র বধূ ইনি—অভুক্ত অতিথি

অভ্যাগত যদি এখনও কেহ আসেন, গৃহিণী সেই প্রতীক্ষায় আছেন।

অন্নপূর্ণা কখন আহার করিলেন, আদৌ আহার করিলেন কি না, কেহ জানিল না। কিন্তু, দেখিয়াছি, উচ্ছিষ্ট স্থান, বাসনাদি সত্বরেই সব সাফ হইয়া গিয়াছে; গ্রাম্য-বধূ পুনঃ স্নানে পরিষ্কৃত হইয়া কলসী-কক্ষে, শীতলা মূর্ত্তিতে, প্রায় ক্রোশার্দ্ধ দূর হইতে, শীতল পানীয় জল আনিতেছেন। এখন সন্ধ্যার প্রাক্কালে, বধূ যশোদা-মূর্ত্তিতে গো-শালায় গোসেবায় নিযুক্ত।

গ্রাম্য-বধূর প্রতিক্ষণেই এক একটী দেবীভাব। কোন ভাব, কোন মূর্ত্তি, পটে ফুটাইব বল? তা এমন বধূগিরি করিতে তোমরা কেহ পার কি? সহর হইতে একটা "ঝি" আনাইয়া দিবেন, একবার এই বধূকে, তাঁহার দেবর বলিয়াছিলেন, বধূ তা শুনে কেঁদেই খুন।

কিন্তু পাড়াগাঁয়ে সহরে হাওয়া ঢোকে বহিয়াছে। সহরের বধূ-ব্যবস্থা গ্রামে বিদি হইলে আর এই সাবেক গঠনের গ্রাম্য বধূ, দশ গ্রাম খুঁজিয়াও একটীও দেখিতে পাইবে না। কিন্তু এখনও গ্রামে গ্রামে, দশটা করিয়া এ গঠনের গ্রাম্য বধূ আছেন। আছেন বলিয়াই গৃহস্থকে আজও বনবাসী হইতে হয় নাই। জানলে, আহা সোহাগ!